রাঁচি, শুক্রবার
14:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>270 >>28 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭০ >> << ২৮শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

মালয়েশিয়া থেকে এলএনজি আমদানির প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা কমিটি

ঢাকা ঃ মালয়েশিয়া থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ বিষয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পেট্রোবাংলার প্রস্তাবকে অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। তিনি অনলাইনে সভায় যোগ দেন। সভায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাঈদ মাহবুব খান এক ব্রিফিংয়ে বলেন, মালয়েশিয়ার কোম্পানি পেরিন্টিস আকাল এসডিএন বিএইচডি দীর্ঘমেয়াদে এলএনজি সরবরাহ করবে। আর পেট্রোবাংলা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ (বিশেষ) আইন ২০১০-এর অধীনে এলএনজি কিনবে। তবে পেট্রোবাংলার পক্ষে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ যে প্রস্তাব দিয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। সূত্র জানিয়েছে, প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে উত্থাপন করা হবে। নতুন এই প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানিতে তৃতীয় দেশ হিসেবে মালয়েশিয়াকে বেছে নিয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 65558.89 +164.99
NIFTY : 19413.75 +29.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °C	25.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.10 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নেটোর ঐক্যকে স্বাগত জানিয়েছেন বাইডেন, ইউক্রেনের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি

ভিলনিয়াসঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনের জন্য আশাবাদী সংকল্প এবং মস্কোর প্রতি কঠোর সতর্কতাসহ এবারের নেটো শীর্ষ সম্মেলনকে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। লিথুয়ানিয়ার রাজধানীতে দু'দিনের ওই বৈঠকে ইউক্রেনের জোটে যোগদানের ব্যাপারে নতুন করে সমর্থন দেখা গেছে, কিন্তু ইউক্রেন যে নির্দিষ্ট সময়সীমা চেয়েছিল, সে ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে আসেননি নেতারা। ভিলনিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়ো হওয়া হাজার হাজার জনতার উদ্দেশ্যে দুবার পুনরাবৃত্তি করে বাইডেন বলেন, আমরা এক চুলও নড়ব না। ভিলনিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়টি বল্টিক জাতির চার শতক পুরানো একটি প্রতিষ্ঠান, যেটি পূর্বে পোলিশ, রাশিয়ান, সোভিয়েত এবং জার্মান বাহিনীর দ্বারা দখলদারিত্বের শিকার হয়েছে। বাইডেন বলেন, ইউক্রেনের প্রতি আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতির কোনও ব্যত্যয় হবে না। আমরা আজ, আগামীকাল এবং যতদিন লাগুক, ইউক্রেনের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের পক্ষে দাঁড়াব। তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, দুর্ভাগ্যবশত, রাশিয়া এখন পর্যন্ত কূটনৈতিক সমাধানে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। পুতিন এখনও ভুলভাল বিশ্বাস করেন যে, তিনি ইউক্রেনকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করতে পারবেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না এটা তাদের ভূমি, তাদের দেশ, তাদের ভবিষ্যত। এবং এতদিন পরও, আমাদের ক্ষমতা নিয়ে পুতিন সন্দেহ পোষণ করেন। তিনি এখনও একটি ভয়ংকর বাজি খেলায় মেতে আছেন। ও দিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বুধবার কিয়েভকে ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বোমা সরবরাহ করার বিষয়ে বাইডেন প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। যদিও ১২০ টিরও বেশি দেশ নির্বিচারে মানুষ হত্যার এই ভয়ংকর মারণাস্ত্র নিষিদ্ধ করেছে, তবুও তিনি বলেছেন, এটি রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে ইউক্রেনকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে সাক্ষাতের সময় জেলেন্সকি সংবাদদাতাদের বলেন, ক্লাস্টার যুদ্ধাস্ত্রের সমালোচনা করা খুবই সহজ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করবে। ওয়াশিংটনের ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা দেয়ার সিদ্ধান্তে কিছু নেটো মিত্রদের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করেছে, যাদের মধ্যে অনেকেই এই অস্ত্র নিষিদ্ধ করার কনভেনশনের স্বাক্ষরকারী দেশ। ইউক্রেনীয় নেতা উল্লেখ করেছেন, মস্কো যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লাস্টার অস্ত্র ব্যবহার করে। আমি শুনিনি আপনাদের মধ্যে কোনও দেশ এতে রাশিয়ার সমালোচনা করেছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং জেলেন্সকি বুধবার লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে জোটের শীর্ষ সম্মেলনের বাইরে, এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।

সুদানের দারফুরে ৮৭ জনকে গণকবর দেওয়া হয়েছে ঃজাতিসংঘ

জেনেভা ঃ সুদানের দারফুরে একটি গণকবরে অন্তত ৮৭ জনের মরদেহ পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ এ তথ্য জানিয়েছে। গত মাসে সুদানের আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস ও তাদের সহযোগীদের হাতে এঁরা নিহত হন।

ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বে দেশটির সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান এবং আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) প্রধান মোহাম্মদ হামদান দাগলোর বাহিনীর মধ্যে গত ১৫ এপ্রিল এই লড়াই শুরু হয়।

এই সংঘর্ষের ফলে মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে। মারা গেছেন হাজারো মানুষ, লাখ লাখ মানুষ তাঁদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। চাদের সীমান্তবর্তী দারফুরের বিস্তীর্ণ পশ্চিমাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সহিংসতা চলছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তর ওএইচসিএইচআর জানায়, গত ১৩ থেকে ২১ জুনের মধ্যে পশ্চিম দারফুর রাজ্যের রাজধানী আল জেনিনায় তাঁদের হত্যা করা হয় এবং আরএসএফ পরে এসব মরদেহ শহরের বাইরে কবর দিতে স্থানীয় লোকজনকে নির্দেশ দেয়।

আরএসএফ মরদেহগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় দাফন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে উল্লেখ করে জাতিসংঘের এই দপ্তর আরও জানায়, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজন নারী ও সাতজন শিশু রয়েছে। এ ছাড়া নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী অনারব মাসালিতের কিছু সদস্য রয়েছেন।

জাতিসংঘের হাতে ইতিমধ্যে কিছু প্রতিবেদন এসেছে, যেখানে আরব মিলিশিয়াদের লক্ষ্যবস্তু মাসালিত গোষ্ঠীর পুরুষদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, এই সংঘাত 'জাতিগত রূপ' নিয়েছে।

ওএইচসিএইচআর আরও জানায়, কিছু কিছু মানুষ গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেছেন। আর অন্যরা গত জুনে পশ্চিম দারফুরের গভর্নর খামিস আবদুল্লাহ আকবরকে হত্যার পর যে সহিংসতা শুরু হয়, তার শিকার।

জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের প্রধান ভলকার তুর্ক বলেছেন, মৃত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে নির্মম ও অসম্মানজনক আচরণ করা হয়েছে, তাতে তিনি আতঙ্কিত। তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত, সঠিক ও স্বাধীন তদন্ত হতে হবে। পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

ভলকার চলমান সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ খুঁজে বের করার অনুমতি ও সুযোগ করে দিতে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

যমুনা নদীর জল বিপদসীমা ছাড়াল, রাজধানী দিল্লিতে বন্যার আশঙ্কা

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমা ছাড়িয়ে গেল। বিগত দশ বছরে যমুনার এমন ভয়াল রূপ দেখা যায়নি। প্রবল বৃষ্টি, দুর্যোগে ফুঁসছে নদী। ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কায় আতঙ্কের প্রহর গুনছেন দিল্লিবাসী। যমুনার জল বিপদসীমা অতিক্রম করলেই, নীচু এলাকায় মানুষজনকে অন্যত্র সরানোর কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অতি ভারী বৃষ্টির জেরে যমুনা নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করতেই শুরু হয়েছে নদী সংলগ্ন নীচু এলাকার মানুষদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কাজ। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, যমুনা নদীর জলস্তর সাঙ্ঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। বন্যার সতর্কতা জারি হয়েছে রাজধানীতে। মঙ্গলবার ১১ জুলাই সকালে জলস্তর ২০৬.৩২ মিটার স্পর্শ করতেই,যমুনা নদী সংলগ্ন নীচু স্থানগুলিতে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে পার্শ্ববর্তী রাজ্য হরিয়ানার হাতনিকুণ্ড বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পর। এরপরেই বিপদের আশঙ্কায় নীচু এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দিল্লি সরকার ১৬টি কন্ট্রোলরুম খুলেছে। জমা জলের সমস্যা মোকাবিলায় বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যমুনার জলস্তর বেড়ে যাওয়ার বিষয় নিয়ে তিনি সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের পরামর্শ নিচ্ছেন। তবে সেখানকার বিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন, দিল্লিতে এবার বন্যা পরিস্থিতি আসবে না। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যে সব রাজ্যগুলিতে বৃষ্টিপাতের প্রভাব পড়েছে, তাদের সকলেরই উচিত একজোট হয়ে কাজ করা।'' হরিয়ানা সরকার যমুনার হাতনিকুণ্ড বাঁধ থেকে প্রায় ১ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার পরেই বন্যার আশঙ্কা আরও বেড়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ১৯৭১ সালে বন্যা হয়েছিল ভারতের রাজধানী দিল্লিতে।

ট্রাকের কন্টেইনারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৩৯ অভিবাসীর মৃত্যুর দায়ে একজনের ১২ বছরের কারাদণ্ড

রোমানিয়াঃ একটি আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের অংশ এক রোমানিয়ান ব্যক্তিকে ভিয়েতনামের ৩৯ জন অভিবাসীর মৃত্যুর জন্য ১২ বছরের বেশি কারাদণ্ড দেয়া হয়। ঐ অভিবাসীরা ২০১৯ সালে ইংল্যান্ড যাওয়ার পথে একটি ট্রাকের ট্রেলারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

ওল্ড বেইলি নামে পরিচিত সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টে বিচারপতি নিল গার্নহাম বলেছেন, ইংল্যান্ডে আসার জন্য মরিয়া মানুষদের শোষণ করে বিপুল মুনাফা অর্জনকারী একটি অপারেশনে মারিয়াস মিহাই ড্রাঘিসি ছিলেন রিং লিডারের ডান হাত এবং অত্যাবশ্যক অংশ। গার্নহাম বলেন, তারা যখন শ্বাস নিতে পারছিল না তখন তারা প্রিয়জনকে পাঠানোর জন্য যে বার্তা এবং রেকর্ডিংগুলো তৈরি করে সেগুলোতে তারা যে মারা যাচ্ছিল তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তথাকথিত ভিআইপি পরিষেবার জন্য ভিক্টিমরা প্রায় ১৩ হাজার পাউন্ড (১৬ হাজার ৭৭০ ডলার) প্রদান করেছিল। তারা ভেতরের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৮ দশমিক ৫ সেন্টিগ্রেড) ছাড়িয়ে যাওয়ায় একটি ধাতব খুঁটি দিয়ে পাত্রে ছিদ্র করার বৃথা চেষ্টা করে। এরপর তারা মারা যায়।

প্রসিকিউটর বলেন, পালানোর কোনো পথ ছিল না এবং কেউই তাদের কান্নার শব্দ শুনতে পায়নি। একজন কমবয়সী মা প্রিয়জনের কাছে একটি বার্তা লিখেছিলেন যা কখনো পাঠানো হয়নিঃ সম্ভবত কন্টেইনারে মারা যাবো। আর শ্বাস নিতে পারবো না। ২৮ জন পুরুষ, ৮ জন নারী এবং তিন শিশু এদের বয়স ১৫ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে। এদের প্রায় অর্ধেক উত্তর মধ্য ভিয়েতনামের এনগে আন প্রদেশের বাসিন্দা। নিহতদের মধ্যে একজন ইটভাটার শ্রমিক, একজন রেস্টুরেন্ট কর্মী, একজন মেনিকিওর টেকনিশিয়ান,একজন তরুণ বিউটিশিয়ান এবং একজন গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। যাতায়াতের খরচ দিতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়া ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, তারা ক্ষতির কবলে পড়েছেন।

মহাজগত

২০ বছর অভিযান চালানোর মতো যথেষ্ট জ্বালানি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে আছে

এবার নক্ষত্র সৃষ্টির সময়ে খুব কাছ থেকে তোলা ছবি প্রকাশ করল নাসা

ওয়াশিংটন ঃ জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ব্যবহার করে মহাজগতের নতুন নতুন ছবি তোলার প্রথম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করছে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা। এ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গতকাল বুধবার নক্ষত্র সৃষ্টির নতুন একটি ছবি প্রকাশ করেছে তারা, যা খুব কাছ থেকে তোলা হয়েছে।

ছবিটিতে মহাজগতে লাল রঙের গ্যাসের ফিনকি ভেসে বেড়াচ্ছে। আর সঙ্গে আছে ধুলার এক উজ্জ্বল কুণ্ডলী।

রো অফিউচি নামের ক্লাউড কমপ্লেক্স থেকে ছবিগুলো তোলা হয়েছে। রো অফিউচি ক্লাউড কমপ্লেক্স হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের স্টেলার নার্সারি। এটি নতুন নতুন নক্ষত্র গঠনের স্থান হিসেবে পরিচিত।

নাসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিল নেলসন বলেন, মাত্র এক বছরের মধ্যে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ মহাজগৎকে মানুষের চোখের সামনে ভাসিয়ে তুলতে পেরেছে। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ধূলিমেঘ ও আলোকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে।

বিল নেলসন আরও বলেন, প্রতিটি নতুন ছবি মানে নতুন আবিষ্কার। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন, যা এক সময় তাঁরা কল্পনাও করেননি।

জেমস ওয়েবের ছবিতে প্রায় ৫০টি নবগঠিত নক্ষত্র দেখা গেছে, যেগুলোর ভর আমাদের সূর্যের মতো কিংবা তার চেয়ে তুলনামূলক ছোট।

নাসা প্রকাশিত ছবির ওপরের দিক থেকে এক তৃতীয়াংশ জায়গাজুড়ে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস আনুভূমিকভাবে ভেসে থাকতে দেখা গেছে। ডান দিকে লম্বালম্বি করেও এ গ্যাস ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইনস্টিটিউটের জ্যোতির্বিদ ক্রিস্টিন চেন এএফপিকে বলেন, ছবির একেবারে নিচের দিকের অংশে নবগঠিত এবং যথেষ্ট উদ্দীপ্ত একটি নক্ষত্র দেখা গেছে। নক্ষত্রটি যে গ্যাস থেকে জন্মেছে, সে গ্যাস ও ধূলিমেঘের মধ্যে বুদ্‌বুদ তৈরি করছে।

স্পেস টেলিস্কোপ সায়েন্স ইনস্টিটিউট জেমস ওয়েব টেলিস্কোপটি পরিচালনা করে থাকে।

ইন্টারস্টেলার স্পেস মূলত গ্যাস ও ধূলিকণায় ভরপুর। এগুলো নতুন নক্ষত্র ও গ্রহের জন্য কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে থাকে।

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপকে মহাকাশে পাঠানো হয়। ২০২২ সালের ১১ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে ধারণ করা প্রথম পূর্ণাঙ্গ রঙিন ছবি প্রকাশ করেন। ১ হাজার ৩০০ কোটি বছরের মধ্যে এটি মহাজগতের সবচেয়ে স্পষ্ট ছবি বলে দাবি করা হয়।

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে তোলা মহাজাগতিক মেঘ ২০ বছর অভিযান চালানোর মতো যথেষ্ট জ্বালানি জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে আছে। এর যাত্রা শুরুর মধ্য দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়।

শিগগিরই কক্ষপথে ইউরোপের ইউক্লিড মহাকাশ টেলিস্কোপের সঙ্গে যোগ দেবে জেমস ওয়েব। মহাজগতের অন্যতম রহস্যের দুই জায়গা ডার্ক এনার্জি ও ডার্ক ম্যাটার নিয়ে আরও বেশি করে জানার চেষ্টায় ১ জুলাই ইউক্লিড টেলিস্কোপকে কক্ষপথে পাঠানো হয়।

সমস্যা সমাধানে প্রথমবার বৈঠক করলেন মন্ত্রী অন্নপূর্ণা

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও কোডারমার সাংসদ অন্নপূর্ণা দেবী বলেন, জেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষের সমন্বয়েই ঝুমরিতিলাইয়া শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করা সম্ভব। বর্তমানে পৌরসভায় কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকায় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। ঝুমরিতিলাইয়া পৌরসভা এলাকার মৌলিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কোডারমা পরিষদে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অন্নপূর্ণা দেবী এই কথা বলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে গত কয়েকদিন ধরে শহর সফরে পানীয় জল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যানজট, বিদ্যুৎ, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। সাধারণ জনগণ, নাগরিক সংগঠন, সমাজকর্মী ও জনপ্রতিনিধিরাও নানা সমস্যা তুলে ধরেছেন। এই সভা ডাকা হয়েছে যাতে সকল সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা যায় এবং এসব সমস্যা সমাধানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে বসে সমাধান পাওয়া যায়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিক ও সমাজকর্মীরা প্রধানত রাস্তা ও ড্রেন পরিষ্কারে অবহেলা, তীব্র ঘাটতি ও পানীয় জলের অনিয়মিত সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ এবং সময়মতো ট্রান্সফরমার না পাওয়া, বিশৃঙ্খল ট্রাফিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যার কথা তুলে ধরেন। শহরের প্রশাসক বিনীত কুমার আশ্বাস দিয়েছেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে এই সমস্যাগুলির অনেকগুলি সমাধান করার চেষ্টা করা হবে। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে নগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নেরও চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি। তিনি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

বাঁচতে চাইছে শিবানী পাল, আপনি কি বাড়িয়ে দেবেন আপনার সাহায্যের হাত

জটিল ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত সূর্যসেন কলোনির ডি ব্লকের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিবানী পাল, গত সাত মাস আগে ধরা পড়েছে শিবানী পালের ক্যান্সার রোগ , তারপর থেকেই শিবানী পালের চিকিৎসা শুরু করেছে তার স্বামী রতন পাল , ছোট্ট চাওমিন এর দোকান করে সংসার চালায় তিনি এবং তারি মাঝে স্ত্রীর মারন রোগ ক্যান্সারের চিকিৎসা ও তিনি করাচ্ছেন , একটি মাত্র কন্যা সন্তান রয়েছে তাদের, তবে এখন ডাক্তার বলেছে এই জটিল ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যেতে হবে তার স্ত্রীকে , কিন্তু তার জন্য দরকার প্রায় সাত লাখ টাকা , কোথা থেকে আনবে এতগুলো টাকা কি করেই বা নিয়ে যাবে বাইরে চিকিৎসা করাতে, এই ভেবেই মাথায় হাত পাল পরিবারের।। তারা চাইছেন কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যদি শিবানী পালের চিকিৎসার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে হয়তো শিবানী পালের চিকিৎসা করাতে পারবে এবং তার স্ত্রী বেঁচে উঠতে পারবে ।।

যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়াতে চান, তাহলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকলও আমাদের সংবাদ মাধ্যমে ।।

যোগাযোগ নাম্বার ৯৮৩২৪৯০৭৫২ অথবা কোন সহৃদয় ব্যক্তি অব্দি এই খবরটি পৌঁছে দিতে চান তাহলে আপনার একটি শেয়ার সাহায্য করতে পারে, পাল পরিবারকে ফিরিয়ে দিতে পারে তাদের ঘরের লক্ষীকে সুস্থভাবে এবং একজন শিশুকে তার মায়ের কাছে।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলে তৃণমূল সাফ হয়ে যাবে সুকান্ত মজুমদার

শিলিগুড়ি ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের অবস্থা একই সঠিকভাবে নির্বাচন হলে তৃণমূল ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাবে। রাজনীতিতে গক্টগু নেতা শরৎ পাওয়ার মেয়ের যোগদান প্রসঙ্গে এমনটাই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোমবার সকালে কলকাতা থেকে ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছান তিনি। জানা গিয়েছে ধুপগুড়িতে নির্বাচনী জনসভা করতে তিনি যাবেন। তবে এদিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে এক হাত নেন। এদিন তিনি বলেন রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন দুটোই দলদাসে পরিণত হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে রাজ্য পুলিশকে দিয়ে নির্বাচনের নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং স্পর্শকাতর বুধ গুলির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাখার কথা জানিয়েছেন তার বিরুদ্ধে এবার আদালতে দ্বারস্থ হচ্ছে বিজেপি। তিনি বলেন আদালতের মাধ্যমেই এই সমস্যা একমাত্র সমাধান করা সম্ভব হবে।

ধূপগুড়ির কালীরহাটের সমাজ কল্যাণ মাঠে বিজেপির নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হল

জলপাইগুড়ি ঃ এদিনের এই নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় , ধূপগুড়ির বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায় সহ বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী সহ অন্যান্যরা।

এদিন বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই ধূপগুড়ির বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে বিজেপির কর্মীরা এই নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হন। এদিন বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।

ছেলের হাতে মা খুন। খুনি ছেলেকে আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয় রা

জলপাইগুড়ি ঃ ছেলের হাতে মা খুন। রবিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ধুপগুড়ি থানার অন্তর্গত সাকোয়াঝোরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংকুবাজার এলাকায়। খুনি ছেলেকে আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয় রা।মর্মান্তীক এই ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

জানা যায় এদিন স্থানীয় যুবক প্রসেনজিৎ উরাও সকালে তার মাকে আঘাত করলে তার মাথা ফেটে যায় মা স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে ব্যান্ডেজ করিয়ে নেন।

সন্ধায় সব ভুলে ছেলেকে খেতে ডাকলে ছেলে ফের মায়ের বুকে ক্রমাগত লাথি চালায়।বাবা বাঁচাতে এলে তার গলা চেপে ধরেন।ছেলের জোর লাথিতে মৃত্যু হয় মা এর।

পরবর্তীতে স্থানীয়রা ছেলে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেন।খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে মৃত দেহ ও খুনি ছেলেকে আটকে করে নিয়ে যায়।

ছেলের বাবা বন্ধন উরাও জানিয়েছেন ছেলে নেশা করে প্রায়শই মারধর করে,তবে আজ কি কারণে এমন কান্ড ঘটালো তারা জানা নেই।মৃত মহিলার নাম ভাদো উরাও (৬২)

চোপড়া থানার দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির সামনে রাজ্য সড়কের উপর অবস্থান বিক্ষোভ বামকংগ্রেসের

উত্তর দিনাজপুর ঃ সিপিআইএম কর্মী মনসুর আলমের খুনিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং চোপড়ায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন করার দাবিতে চোপড়া থানার দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির সামনে রাজ্য সড়কের উপর অবস্থান বিক্ষোভ বামকংগ্রেসের। গত ১৫ই জুন মনোনয়নপত্র দাখিলে যাওয়ার সময় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে রণক্ষেত্র চেহারা নেয়। সংঘর্ষ গুলি। গুলিতে মৃত্যু হয় সিপিআইএমের কর্মী মনসুর আলমের। এই ঘটনায় হাই কোর্টে মামলা করা হয় বামকংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কিন্তু কোনো সুরাহা না হওয়ায় সোমবার সকালে মনসুর আলমের খুনের ঘটনায় দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং চোপড়ায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবিতে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির সামনে রাজ্য সড়কের উপর গণ অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে শুর করে বাম কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা। ঘটনার জেরে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়ে পরে। ঘটনাকে ঘিরে ফাঁড়ির সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

অবশেষে পুলিশের আশ্বাসে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন বামকংগ্রেসের নেতৃত্বরা। তাদের দাবি চোপড়ায় সুস্থ ভাবে নির্বাচন হক। যদি তাদের দাবি পুরন না হয় তাহলে এলাকায় যে অশান্তি হবে তার দায়ি পুলিশ প্রশাসন হবে বলে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্য কমিটির সদস্য অশোক রায়।

দুই দিনের টানা বৃষ্টির জেরে সোমবার সকাল থেকে জলমগ্ন ইংরেজবাজার

মালদা ঃ গত দুই দিনের টানা বৃষ্টির জেরে সোমবার সকাল থেকে জলমগ্ন ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লী সহ বেশ কিছু এলাকা। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে একাধিক রাস্তা। জল ঢুকে পড়ছে বাড়িতে। এনিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন ওয়ার্ড বাসিরা। ওয়ার্ড বাসীদের অভিযোগ ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট টানা বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। শুধু আজকের সমস্যা নয় দীর্ঘ বছরের সমস্যা এটি। স্থানীয় কাউন্সিলর, প্রশাসন এবং পৌরসভাকেও জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এদিকে টানা দুইদিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। জল ভেঙে স্কুল কলেজ বাজার ঘাট করতে হচ্ছে ওয়ার্ড বাসিদের। এই নিয়ে তারা একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।

১০ জুলাই দীনবন্ধু মঞ্চে তরাই নাট্য উৎসবের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি,তোরাই নাট্য উৎসব আয়োজিত হতে চলেছে শিলিগুড়িতে আগামী ১০ জুলাই দীনবন্ধু মঞ্চে তরাই নাট্য উৎসবের উদ্বোধন হবে ১২ জুলাই অব্দি এই নাট্যোৎসব চলবে। রাজ্যের বিভিন্ন নাট্য ব্যক্তিত্বরা এই নাট্য উৎসবে উপস্থিত থাকতে চলেছেন এবং নাটক গুলির মধ্যে থাকছে জগাখিচুড়ি মেয়েটি উড়ন্ত তারাদের ছায়া কোলে বসে ও এক আহাম্মকের গল্প উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সীমা মুখোপাধ্যায় ও শিলিগুড়ির মহানাগরীক মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা।

ইংরেজবাজার ব্লক যদুপুর২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৮ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হৃদয় হালদারের সমর্থনে মহেশমাটি এলাকায় ভোটের প্রচার

মালদা ঃ ইংরেজবাজার ব্লক যদুপুর২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৮ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হৃদয় হালদারের সমর্থনে মহেশমাটি এলাকায় ভোটের প্রচারে পা মেলান ইংরেজবাজার পৌরসভার উপপৌর প্রধান সুমালা আগরওয়ালা, এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্ধ্যা দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও প্রায় তিন শতাধিক তৃণমূল সমর্থক। প্রার্থী হৃদয় হালদার জানান, এলাকায় ড্রেন, রাস্তা, পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধান করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের নিরিখে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে প্রচার চালাচ্ছি, আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় ৬৪টি যে জনমুখী প্রকল্প সেই প্রকল্প গুলোকে গ্রামবাসীদের তুলে ধরেই প্রচার চালানো হচ্ছে, মানুষের ভীষণভাবে সাড়া মিলছে তাই তিনি জেতার ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী বলে দাবি করেন।

নিজ নিজ আসনে জোর কদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন সকল রাজনৈতিক দল

মালদা ঃআর হাতে মাত্র দুই দিন। তাই নিজ নিজ আসনে জোর কদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন সকল রাজনৈতিক দল। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপূর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট প্রচারে নেমে ঝড় তুললেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতি মন্ত্রীর তাজমুল হোসেন। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রচার কর্মসূচি করা হয়। প্রথমে ভবানীপুর ব্রিজ থেকে পায়ে হেঁটে প্রচার শুরু করে।তারপর মহেন্দ্রপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম গ্রামে এই প্রচার চালয়।।

কেন্দ্র সরকারের আর্থিক বঞ্চনার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে নির্বাচনী প্রচার চালালেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর

মালদা ঃ কেন্দ্র সরকারের আর্থিক বঞ্চনার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে নির্বাচনী প্রচার চালালেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর। সোমবার তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হাতে ছাতা নিয়ে রতুয়া ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালান সাংসদ মৌসম নূর। বৃষ্টির মধ্যে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেন্দ্র সরকারের ১০০ দিন কাজ প্রকল্প এবং আবাস যোজনায় দীর্ঘদিন ধরে টাকা আটকে রেখেছে, সে কথা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন তৃণমূল সাংসদ মৌসম নূর। এদিন রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়া, আড়াইডাঙ্গা, পরানপুর, পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে নিয়েই প্রচার চালান তৃণমূল সাংসদ । সেই প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষেরা সাংসদের কাছে জানতে চান কবে ১০০দিনের বকেয়া টাকা মিলবে। আবাস যোজনার ঘর তারা কিভাবে পাবেন। সেই প্রসঙ্গ সামনে আসতেই সাংসদ মৌসুম নূর বলেন, দীর্ঘ দুই বছর ধরে কেন্দ্রের মোদি সরকার টাকা আটকে রেখেছে। রাজ্যকে এইসব প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না। তারই বিরুদ্ধে সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পাশাপাশি এদিন ওইসব এলাকায় সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেন যে তাঁরা লক্ষ্মী ভান্ডার পাচ্ছেন কিনা। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা পেয়েছেন কিনা। তৃণমূল সাংসদদের এই প্রশ্নের উত্তরে এক বাক্যেই ওইসব এলাকার বাসিন্দারা স্বীকার করেন যে তারা রাজ্য সরকারের সমস্ত রকম প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। একইভাবে এদিন রতুয়া দুই ব্লকের ওইসব এলাকাতে বিজেপি, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনের প্রচার চালান স্থানীয় দলীয় নেতৃত্ব। রতুয়া ২ ব্লকের অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে তৃণমূলের দখলে। রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের আসনটিও রয়েছে তৃণমূলের। চাঁচল মহকুমার এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অত্যন্ত দুর্গম । আর সেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে এদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি মধ্যেই মনোনীত তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার চালান সাংসদ মৌসম নূর। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নূর বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামবাংলায় গিয়ে মানুষের মুখে ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের বকেয়া টাকা না মেলার কথা শুনতে হয়েছে। বহু মানুষ আবাস যোজনার ঘর পান নি। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের কাছে কেন্দ্র সরকারের আর্থিক বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছি। তৃণমূল সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে কিভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এইসব প্রকল্পের সুবিধা না দিয়ে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলছে সে কোথাও গ্রামবাসীদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা পাচ্ছেন। সে কথাও এদিনের নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন বিভিন্ন এলাকারই গ্রামবাসীরা। সাংসদ মৌসম নূর আরও বলেন, দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে এদিন যেখানেই গেছি সেখানেই মূলত মহিলাদের মুখে লক্ষী ভান্ডারের সুবিধার কথা শুনতে পেয়েছি। এমন কোন মানুষ নেই যারা তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন সুবিধাগুলি পান নি। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, স্বাস্থ্যসাথী সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন । অথচ সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কোনও উন্নয়নই করতে পারে নি। শুধু ভোটের মুখে ওদেরকে দেখা যায়। আর ভোট পেরোলেই বিরোধীদলের কোন নেতাদেরই এলাকায় দেখা যায় না। আমরা সারা বছরই মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। আসলে বিরোধীদের কাছে নির্বাচনী প্রচারে কোন ইস্যু নেই। তাই ওরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এদিনের রতুয়ায় নির্বাচনী প্রচারে মানুষের খুব ভালো সাড়া মিলেছে। যদিও এপ্রসঙ্গে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ভোট পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের সুবিধার কথা মানুষের কাছে বলা হচ্ছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা অনেকেই পান নি। তাছাড়াও যেভাবে বিভিন্ন পঞ্চায়েত গুলিতে দূর্নীতি হয়েছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন সাধারণ গ্রামবাসীরা। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বাক্সে এর প্রভাব পড়বে।

সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক মারাত্মকভাবে রক্তাক্ত

মালদা ঃ পথ দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত যুবক।ঘটনাটি ঘটেছে আজ দুপুর দুটো নাগাদ ভালুকাগামী রাজ্য সড়কে মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে।পুলিশ সূত্রে জানা যায়,আহত যুবকের নাম সোনু প্রামানিক (২৫).বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীপুর গ্রামে। পেশায় সে একজন নাপিত। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,আহত যুবক সোনু প্রামানিক ব্রাউন সুগারের নেশায় বুদ হয়ে ছিলেন।টলতে টলতে বাড়ি ফিরছিলেন।এমনকি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না।মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এক টোটো চালক তার গা ঘেঁষে টোটো নিয়ে যাওয়ার সময় ধাক্কা লাগে।সোনু রাস্তার মধ্যে লুটিয়ে পড়েন।স্থানীয়রা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় সোনু কে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায় বলে খবর।বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

গ্রাহক সেজে বিদ্যুৎ দপ্তরে চাকু নিয়ে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের হামলা। বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারসহ তিনজন কর্মীকে কুপিয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ

মালদা ঃ গ্রাহক সেজে বিদ্যুৎ দপ্তরে চাকু নিয়ে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের হামলা। বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারসহ তিনজন কর্মীকে কুপিয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠলো একদল হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। এমনকি ভাঙচুর করা হয় বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের সমস্ত সামগ্রী । ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কম্পিউটার ল্যাপটপ সহ বিভিন্ন দামী যন্ত্রাংশ। সোমবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুখুরিয়া থানার পরানপুর এলাকার বিদ্যুৎ দপ্তরে। বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে ঢুকে ৩০-৪০ জনের হামলাকারী দলকে বাধা দিতে এগিয়ে আসেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা । এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয়ে যায় তুমুল সংঘর্ষ। মুহূর্তের মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এলাকায় পৌঁছায় পুখুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী। হামলাকারীদের মধ্যে তিনজনকে আটক করে পুলিশ। অন্যায় ভাবে বিদ্যুৎ দপ্তর ভাঙচুর করা হয়েছে এবং কর্মীদের মারধর করা হয়েছে এই প্রতিবাদেও সোচ্চার হন নাগরাই এলাকার গ্রামবাসীরা। আহত বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে আড়াই ডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাগরাই এলাকার বাসিন্দারা বিদ্যুতের সঠিক পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে বিদ্যুৎ দপ্তরে এসেই বিক্ষোভ দেখান বেশ কিছু যুবক। সেই মুহূর্তেই অতর্কিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের উপর হামলানোর চালানো শুরু করে বিক্ষোভকারীরা বলে অভিযোগ। পরানপুরের বিদ্যুৎ দপ্তরের নিরাপত্তা রক্ষীকে মারধর করা হয় তাতে আহত হন এম সাহা নামে ওই নিরাপত্তা রক্ষী। এরপরই ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় দপ্তরের ভিতরে। মারধর করা হয় স্টেশন ম্যানেজার শুভম সরকার (৪৫) সহ আরো দুইজন কর্মীকে। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে এই পরিস্থিতিতে নাগরাই এলাকার কিছু মানুষ ভাঙচুর করতে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা বাঁধা দিলে তাদের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। দুপক্ষেরই সংঘর্ষের জেরে বিদ্যুৎ দপ্তর ব্যাপক হারে ভাঙচুর চলে। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পুখুরিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে। সরকারি দপ্তরে ভাঙচুরের ঘটনায় তিনজন বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তরের আহত কর্মীদের আড়াইডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যুৎ দপ্তরের নিরাপত্তারক্ষী এম সাহা বলেন, হামলাকারীদের কয়েকজনের হাতে চাকু ছিল। সেই অস্ত্র দিয়ে ওরা অতর্কিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে জোর করে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি দপ্তরের তিন কর্মীকে চাকু দিয়ে আঘাত করে। আমরা বাঁধা দিতে গেলে আমাদের মারধর করা হয়। এরপরই আমাদের চিৎকার শুনে আশেপাশের মানুষ ছুটে আসে এবং বিক্ষোভকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

এদিকে পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

পুরাতন মালদার সাহাপুরে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে চায়ে পে চর্চায় অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ

মালদা ঃ কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী কবে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাল? বরং তৃণমূল বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তৃণমূল এজেন্ট। ক্ষমতায় থাকার জন্য সবকিছু করছে। সোমবার বর্ষণমুখর সকালে পুরাতন মালদার সাহাপুরে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে চায়ে পে চর্চায় অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, দেখুন দিদিমণি চাইছেন বৃষ্টি হোক না হলে কেউ আষাঢ় মাসে ইলেকশন করে। আমরা জানি আষাঢ় মাসে বিয়ে হয় ভিজে ভিজে নিমন্তন্ন বাড়িতে যায়। পাশাপাশি রথযাত্রা হয়। তবে ভোটযাত্রা আমরা প্রথমবার দেখলাম। আপনি যেটা কল্পনা করতে পারবেন না দিদিমণি সেটাই করবে। বাংলাদেশ থেকে নায়ক নায়িকা নিয়ে এসে ভোট প্রচার করেন দিদিমণি। এছাড়াও তিনি সারাদিন সেনাকে গালাগালি দেবেন আর ঝরে হেলিকপ্টার করে গেলে সেনার হেলি প্যাডে গিয়ে নামবেন এটাই আমরা দেখছি। তাই দিদিমণি ভোট টাকে এলোমেলো করে দিয়ে লুটে পুড়ে খাবেন সেই কারণেই আষাঢ় মাসে ভোট করেছেন দিদিমণি দুনিয়ার কোথাও আষাঢ় মাসে ভোট হয় বলুন আপনারা। মঙ্গলবার ভোট প্রচারে এসে ইংরেজবাজারের গোপালপুরে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। ভোট প্রচারে দিলীপ ঘোষ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজারের বিধায়িকা শিরুপা মিত্র চৌধুরী ছিলেন মালদা জেলা বিজেপির সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ সহ বিজেপি অন্যান্য নেতৃত্বরা। আজ মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে।দিলীপ ঘোষের বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।

রামপুরহাটে নলকূপ ভাঙ্গলো তৃণমূল ধাক্কা কড়িধ্যায়

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ রামপুরহাট একনং ব্লকের আয়াস গ্রামপঞ্চায়েতের বেলেবাড়ী ও আয়াস সংসদে জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা । সেই রাগে সরকারি নলকূপ ভাঙ্গার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কিন্তু উল্টো চিত্র দেখা গেলো সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে । কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েত জিতেছে বিজেপি । কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের মোট সাতেরো আসনের মধ্যে বিজেপি নয় এবং তৃনমূল আটটি জিতেছে । বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় কড়িধ্যা এলাকায় তৃণমূল অত্যাচার করতে পারে নি দাবি বিজেপির । কালীপুর গ্রামের এক বাসিন্দার দাবি, সবাই জল পাই । কলের কেউ ক্ষতি করে নি । সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, মিথ্যা অজুহাত দিশেহারা হয়ে পড়েছে । নিজেরা নিজের পায়ে কুড়ুল মারলো । বীরভূম জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই বলেন, এই জয় কড়িধ্যার মানুষের জয় । আমরা বিজয় মিছিল করি নাই । তৃনমূলের জেহাদীরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার করছে । সিউড়ি একনং ব্লকের মল্লিকপুর, আডডা,চাঙুলিয়া,তিলপাড়া,ভুরকুনা গ্রামে বিজেপি কার্যকর্তাদের ঘর দোকান ভাঙচুর করেছে তৃণমূল । কড়িধ্যার মানুষ তৃনমূলকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে । তৃনমূলের ক্ষমতা নেই লোক নেই কড়িধ্যায় অত্যাচার করার ।

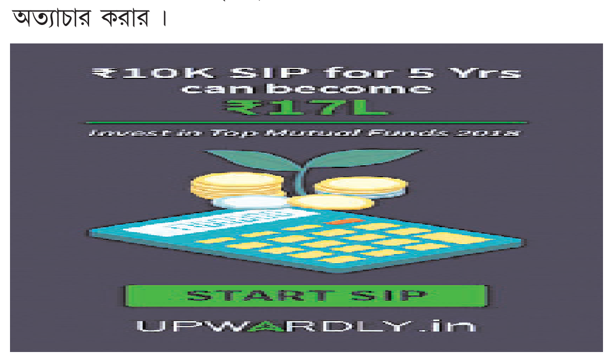

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পাকিস্তানের জন্য আইএমএফের ৩০০ কোটি ডলারের ঋণ

ইস্লামাবাদ ঃ বড় ধরণের অর্থনৈতিক সংকটে থাকা পাকিস্তানের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ১২ জুলাই বুধবার ৩০০ কোটি (৩ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদন দিয়েছে।

সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা এবং দীর্ঘদিন ধরে চলা মুদ্রাস্ফীতিতে নাজেহাল দেশটির অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য এই ঋণ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঋণের শর্তসরূপ আইএমএফ ইসলামাবাদকে তার কাঠামো সংস্কার এবং কর বৃদ্ধির কথা বলেছে। পাকিস্তান শিগগিরই আইএমএফের ঋণের ১২০ কোটি মার্কিন ডলার পাবে। সংস্থাটি পাকিস্তানকে ভোক্তা জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, ট্যাক্স সংগ্রহের উন্নতি এবং কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছে। আট মাস আলোচনার পর উভয়পক্ষ ঋণের চুক্তি এবং শর্তের ব্যাপারে একমত হয়। স্বাধীন হওয়ার পর দেশটি এখন সবচেয়ে নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর রিজার্ভ কমে দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে থাকা পাকিস্তানকে এই ঋণ বিশেষ সুবিধা দেবে।

বিরাট ধর্মঘটের মুখে হলিউড

লন্ডনঃ চিত্রনাট্যকারেরা আগেই ধর্মঘট করেছে। এবার সেই পথেই হাটতে চলেছে অভিনেতাদের ইউনিয়ন।

মার্কিন সময় বুধবার রাতের মধ্যে আলোচনা সফল না হলে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে অভিনেতাদের ইউনিয়ন। আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। হলিউডের অভিনেতা ইউনিয়নের নাম স্যাগ আফট্রা। প্রায় এক লাখ ষাট হাজার অভিনেতা এর সঙ্গে যুক্ত। একাধিক দাবি তাদের। বেতনবৃদ্ধি করতে হবে, অনলাইন স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলিকে অভিনেতাদের বেশি টাকা দিতে হবে। সাধারণত কোনো ছবি বা সিরিয়াল যখন মার্কিন টেলিভিশনে দেখানো হয়, তখন সেই ছবির জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে অভিনেতাদের বিশেষ স্টিমিউলেশন বা ইনসেনটিভ দেওয়া হয়। যা অভিনেতাদের রোজগারের একটি বড় জায়গা। অভিযোগ, অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলি কোন ছবি কেমন চলছে, তার নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেয় না। ইনসেনটিভও দেওয়া হয়। ইউনিয়নের দাবি, স্ট্রিমিং সংস্থাগুলিকেও সেই ইনসেনটিভ দিতে হবে।

ইউনিয়নের অভিযোগ, এবিষয়ে স্টুডিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা আলোচনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু স্টুডিও কর্তৃপক্ষ তাদের কথা শোনেননি। উপরন্তু তারা খবর ফাঁস করে দিয়েছে বাইরে। তাই প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়েছে

ইুনিয়ন। বুধবার রাতে সেই বৈঠক শুরু হয়েছে। গত মে মাস থেকে হলিউডের লেখকেরা ধর্মঘট শুরু করেছেন। সাড়ে এগারো হাজার লেখক একসঙ্গে ধর্মঘটে নেমেছেন। বেতনবৃদ্ধ সহ একাধিক দাবি আছে তাদের। অভিনেতাদের বৈঠকে তাদের কথাও উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৯৬০ সালের পর হলিউডে এমন ধর্মঘট হয়নি। ধর্মঘট চলতে থাকলে ইন্ডাস্ট্রি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

খাদিজার শিক্ষাজীবন নিয়ে শঙ্কা পরিবারের

ঢাকা ঃ জামিন শুনানি দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরার শিক্ষা জীবন নিয়ে চরম শঙ্কায় পড়েছে পরিবার। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দুই মামলায় বর্তমানে কারাগারে আছেন তিনি। তার জামিন প্রশ্নে আবেদন শুনানি চার মাসের জন্য মুলতুবি (স্ট্যান্ডওভার) করেছেন আপিল বিভাগ। ফলে এই চারমাস তাকে কারাগারেই থাকতে হবে। এর মধ্যে আইনগত কোনো প্রক্রিয়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে চার সদস্যের আপিল বিভাগ গত সোমবার এই আদেশ দেন। আইনজীবী বলছেন, আপিল বিভাগের এই আদেশের ফলে চার মাস খাদিজাকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিতই থাকছে। খাদিজা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। ২০২০ সালে অনলাইনে একটি অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেছিলেন তিনি। সেখানে সরকারবিরোধী বক্তব্য প্রচারসহ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্নের অভিযোগে ওই বছরের অক্টোবরে খাদিজা ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পুলিশ বাদী হয়ে আলাদা দুটি মামলা করে। একটি মামলা রাজধানীর কলাবাগান থানায়, অপরটি নিউমার্কেট থানায়। দুই মামলাতেই গত বছরের মে মাসে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। এই অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল দুই আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। গত বছরের ২৭ আগস্ট মিরপুরের বাসা থেকে খাদিজাকে গ্রেপ্তার করে নিউমার্কেট থানা পুলিশ। তখন থেকে তিনি কারাগারে আছেন। আর দেলোয়ার বিদেশে পলাতক। খাদিজাতুল কুবরার বড় বোন মিরপুর বাঙলা কলেজের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী সিরাজুম মুনিরা ডয়চে বলেন, আইনের উপর তো আমরা কিছু করতে পারি না। আদালত যেহেতু চার মাস স্থগিত রেখেছে আমরা কী করতে পারি? এখন আমার আম্মুকে তো মানাতে পারছি না, তিনি সারাদিনই কাঁদছেন। আমার আব্বু একজন প্রবাসী। সে হিসেবেও তো আমরা একটা সুযোগ পেতে পারি। আর মূল কথা হচ্ছে, সে তো দোষী সাব্যস্ত হয়নি। তাহলে সে কেন জেল খাটবে? দোষটা আগে প্রমাণ হোক। আর ওকে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হোক। ইতিমধ্যে ওর একটা সেমিস্টার চলে গেছে, আরেকটাও চলে যাওয়ার পথে। ওর পড়াশোনা ধ্বংস করার অধিকার তো কারও নেই। বাংলাদেশে তো মানুষের বাকস্বাধীনতা আছে। জামিন পাওয়ার অধিকার কী ওর নেই? ১১ মাস ধরে ও জেলে। কতকিছুই করে মানুষ জামিন পাচ্ছে, আর ও একটা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে ১১ মাস ধরে জেলে আছে। চার্জশিটে ওর একটা অপরাধের কথাও উল্লেখ নেই। চার্জশিটে মূল ফোকাস হল মেজর দেলোয়ার। আমার বোনকে তো ধরেছে। দেলোয়ার তো কানাডায় আছে। পারলে তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসুক। তাহলেই তো হতো। মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে আমাদের অনেক কষ্টে দিন কাটছে। কুয়েতে থাকা বাবাও খাদিজাকে নিয়ে চরম উদ্বেগে সময় কাটাচ্ছেন। আপনার বোন কি জানত, সে যে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতে যাচ্ছে সেখানে এই ধরনের বিতর্কিত মানুষ থাকতে পারে বা বিতর্কিত কথা হতে পারে? জবাবে তিনি বলেন, না, ও জানত না। ওতো মেজর দেলোয়ারকে চিনত না। একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে যদি তিনি সব রাগ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাহলে ও কি করবে? এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন, আমি তো সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি? তার জন্য কী আপনার বিরুদ্ধে মামলা হবে? এটা কী ঠিক? ছোট্ট একটা মেয়ে পড়াশোনা ছাড়া কখনও কিছু করেনি। অথচ কারাগারে ওকে দিয়ে মাটি কাটাচ্ছে, ঘাস কাটাচ্ছে। সামান্য অপরাধে ওকে সাতদিন কনডেম সেলে রাখা হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা পৃথক দুই মামলায় খাদিজাতুল কুবরার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য আগামী ৩০ নভেম্বর

ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল। গত মঙ্গলবার মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে মামলা দুটি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। এজন্য ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াত অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য ৩০ নভেম্বর দিন ধার্য করেন। আদালত ও আইনজীবী সূত্রের তথ্যমতে, বিচারিক আদালতে দুবার খাদিজার জামিন আবেদন নাকচ হয়। পরে তিনি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তার জামিন মঞ্জুর করেন হাইকোর্ট। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করেন চেম্বার আদালত। পাশাপাশি রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানো হয়। অন্যদিকে চেম্বার আদালতের দেওয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার চেয়ে খাদিজা আবেদন করেন, যা রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের সঙ্গে আপিল বিভাগে শুনানির জন্য ওঠে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ গত সোমবার চার মাস মুলতুবি করেন। খাদিজার আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ডয়চে ভেলেকে বলেন, প্রধান বিচারপতি তার জামিন শুনানির জন্য চার মাস অপেক্ষমান তালিকায় রেখেছেন। শুনানি তিনি মুলতুবি রেখেছেন। জামিনটা মূলত প্রসিডিংয়ের কোন অংশ না। এখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে, প্রধান আসামী দেলোয়ার যেহেতু দেশের বাইরে থাকেন ফলে তার বিরুদ্ধে গেজেট নোটিফিকেশন করে চার্জের জন্য তৈরি করা হয়। চার্জশিটেও ওইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রধান আসামী দেলোয়ার পলাতক। ফলে খাদিজাকে এক নম্বর আসামি দেখানো হয়েছে। ১১ জুন চার্জ শুনানির দিন ছিল। যেহেতু আপিল বিভাগ জামিন শুনানির বিষয়টি অপেক্ষমাণ হিসেবে রেখেছেন ফলে আমরা সময়ের আবেদন করেছিলাম। কারণ জামিন না হলে তো আমার পক্ষে তার সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সব সময় তো কারাগারে গিয়ে ওভাবে কথা বলার সুযোগ হয় না। এই মুহূর্তে কী অন্য কোন বিচারিক প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সুযোগ আছে কিনা? জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখন অন্য কোন প্রক্রিয়ায় নিম্ন আদালতে জামিন চাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমরা তার জামিনের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেছিলাম। হাইকোর্ট দীর্ঘ সময় শুনে ছয় মাস পরে জামিন দিয়েছিলেন। কিন্তু আপিল বিভাগে সেটা আটকে যাওয়ার কারণে খাদিজা বের হতে পারেননি। আগামী চার মাস আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। নভেম্বরের ১০ তারিখ এটা শুনানির জন্য আবার কার্যতালিকায় আসবে। সেদিন যদি আমরা জামিন পেতে সক্ষম হই তাহলে চার্জ শুনানির জন্য যে দিনক্ষণ নির্ধারণ করা আছে সেখানে আমরা শুনানিতে অংশ নিতে পারব। খাদিজার বিরুদ্ধে দু'টি মামলার একটির বাদী নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক খাইরুল ইসলাম এবং অন্যটির কলাবাগান থানার উপপরিদর্শক আরিফ হোসেন। দু'জন বাদীই দায়িত্ব পালনকালে মোবাইল ফোনে ইউটিউবে ঘুরতে ঘুরতে খাদিজাতুল কুবরা ও মেজর (অব.) দেলোয়ার হোসেনের ভিডিও দেখতে পান। তারপর দুজনই নিজ নিজ থানায় বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, বাদী ২০২০ সালের ১১ অক্টোবর মেজর দেলোয়ার হোসেনের ইউটিউব চ্যানেলে 'হিউম্যানিটি ফর বাংলাদেশ ত্বজ্ঞ ডউত্তঞ্চ' শিরোনামে এক ভিডিও দেখতে পান। সেখানে সঞ্চালক খাদিজাতুল কুবরার উপস্থাপনায় মেজর দেলোয়ার হোসেন (অব.) তার বক্তব্যে বাংলাদেশ বৈধ গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাতের বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া আরো উল্লেখ করা হয়, সঞ্চালক খাদিজাতুল কুবরা ও মেজর দেলোয়ার তাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ব্যক্তিগত ফেসবুক পেইজগুলোতে উল্লিখিত ভিডিওগুলো আপলোড করে বাংলাদেশে চলমান স্থিতিশীল পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

বিজেপির বিভাজনের নতুন কৌশল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম রাজ্যসফর মধ্যপ্রদেশ। বছর শেষে সেখানে বিধানসভার ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস। লড়াই কঠিন। রাজধানী ভোপালে বিজেপির কর্মিসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পরিবারে আলাদা আলাদা নিয়ম থাকলে যেমন সংসার চালানো যায় না, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা জারি থাকলে দেশ শাসনও কঠিন। সবার জন্য এক ব্যবস্থা তাই জরুরি।' শুধু মধ্যপ্রদেশ নয়, একই সময়ে ভোট রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা ও মিজোরামে। তার ছয় মাস পর লোকসভা নির্বাচন। জয়ের হ্যাটট্রিক করে জওহরলাল নেহরুর রেকর্ড ছুঁতে চান মোদি। ধর্মীয় বিভাজন বাড়াতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির জিগির তোলা সেই লক্ষ্য পূরণের তাগিদ কি না, তা নিয়ে এখন তুমুল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপির জন্ম ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল। তার আগে দলের নাম ছিল জন সংঘ। জন্ম থেকেই জন সংঘ অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে। কিন্তু জবরদস্তি নয়, তারা মনে করত, তাগিদটা আসা দরকার সমাজের ভেতর থেকে। পরবর্তী সময়ে তিনটি দাবি বিজেপিকে অন্যান্য দলের চেয়ে আলাদা করে অযোধ্যায় রামের জন্মভূমির মুক্তি, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ খারিজ এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। তিন চাহিদা পূরণে সংসদে যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন, ২০১৪ সালের আগে বিজেপি তা অর্জন করতে পারেনি। নরেন্দ্র মোদির কৃতিত্ব এখানেই। সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে অযোধ্যা মামলার নিষ্পত্তি ঘটিয়ে রামের জন্মভূমিতে মন্দির তৈরি শুরু করেছেন। দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে খারিজ করেছেন সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ। এবার লক্ষ্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। সরকার চায় বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ও দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সারা দেশে এক আইন চালু করতে। সেই লক্ষ্য। পূরণে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গী ২২তম আইন কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান কর্ণাটক হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থি। হিজাব মামলার রায়ে তিনি বলেছিলেন, 'হিজাব ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ নয়।' অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে অবস্থি ধর্মীয় সংগঠন, নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দলের মতামত জানতে চেয়েছেন। সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথা বলা আছে। সুপ্রিম কোর্টও তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন ১৯৯৫ সালে। যদিও সব দিক বিবেচনা করে ২১তম আইন কমিশন জানিয়েছিল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এখনই কাঙ্ক্ষিত নয়, প্রয়োজনও নেই। সত্যিই কি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োজনীয়? অভিন্নতা ছাড়াই তো দেশটা ৭৫ বছর গড়গড়িয়ে চলছে? উন্নতি করছে। শক্তিশালী হচ্ছে। বিশ্বের সমীহ পাচ্ছে। তা হলে এই অভিন্নতার প্রয়োজন কোথায়? তা ছাড়া, তাগিদটা অভ্যন্তরীণ নাকি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারীদের? বিরোধীদের অনুমান, সরকার চাইছে ধর্মীয় বিভাজনরেখা স্পষ্টতর ও প্রবল করতে, যাতে ভোটরাজনীতিতে তাদের লাভ হয়? দেশের রাজনৈতিক চালচিত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল শাহ বানো মামলা ও কংগ্রেসের দোদুল্যমানতা। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল থেকে ইন্দোরের দূরত্ব মাত্র ২০০ কিলোমিটার। শাহ বানো ছিলেন ইন্দোরের এক সাধারণ গৃহবধূ। তাঁর স্বামী মহম্মদ আহমেদ খান নামী আইনজীবী। একদিন তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনেন। নাখোশ শাহ বানো পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। গোল বাধে বছর কয়েক পর। ১৯৭৮ সালে ৬২ বছর বয়সী শাহ বানোকে তালাক দেন স্বামী। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি খোরপোশের দাবিতে ফৌজদারি মামলা ঠোকেন ইন্দোরের নিম্ন আদালতে। আইনজীবী স্বামীর যুক্তি ইসলাম ধর্মমতে যা দেওয়ার দেবেন, বাড়তি কিছু নয়। নিম্ন আদালত কিন্তু শাহ বানোর পক্ষে রায় দেয়। হাইকোর্টও সেই রায় বহাল রাখেন। আহমেদ খান যান সুপ্রিম কোর্টে। ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়ের (বর্তমান প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বাবা) নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে খোরপোশের দাবিকে মান্যতা দেন। সেটিই হয়ে ওঠে বিজেপির অস্ত্র। শুরু হয় কংগ্রেসের 'মুসলমান তোষণের রাজনীতির' বিরুদ্ধে বিজেপির সক্রিয় প্রতিরোধ। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনের ইশতেহারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন তাদের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। গত সাড়ে ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী একবারের জন্যও এ নিয়ে সরব হননি। প্রথম পাঁচ বছরে অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দ্বিতীয় দফায় খারিজ করেছেন সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ। সেই সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বানিয়েছেন। তৃতীয় দফার শাসনের ছাড়পত্র পেতে তাঁর হাতিয়ার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি।

জানা অজানা

পৃথিবী যদি রামকৃষ্ণ দেবের কথা শুনতো তবে ধর্মের নামে লড়াই, ঝগড়া ও রক্তপাত হতো না ঃ কমল কান্তি ঘোষ

পোটকা ঃ মাতাজী আশ্রম হাতা দ্বারা আয়োজিত আঠ দিবসিয় রামকৃষ্ণ কথামৃতের ষষ্ঠম দিন চালিয়ামা গ্রামে স্বর্গীয় অসিত মণ্ডলের বাড়িতে আয়োজিত হলো।সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও সন্ধ্যা আরতি হলো।শঙ্কর চন্দ্র গোপ সকল ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে মহেন্দ্র গুপ্তের জীবনী নিয়ে আলোক পাত করলেন।সুনীল কুমার দে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন নিয়ে আলোচনা করলেন।কমল কান্তি ঘোষ মহাশয় রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি বললেন,,ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যদি পৃথিবী গ্রহন করতো তাহলে ধর্ম ও ঈশ্বর কে নিয়ে এতো দলাদলি, মতান্তর,ঝগড়া ঝাটি ও রক্তপাত হতো না।রামকৃষ্ণ দেব সকল ধর্ম কে সত্য বলেছেন।সকল পথ ও মত কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখিয়েছেন।সবাই কে অমৃতের সন্তান বলেছেন ও শিব জ্ঞানে জীব সেবা করতে বলেছেন।লোচনা মণ্ডল সারদা মায়ের কথা ও সুজতা মরল স্বামীজীর কথা পাঠ করে শুনালেন।হরগৌরি মাহাতো মাতাজী আশ্রমের ক্রিয়া কলাপের উপর আলোক পাত করলেন ।ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন পতিত পাবন দাস,প্রবীর দাস,দেশায় সোরেন,বাদল মামা,সুনীল কুমার দে,তড়িৎ পালিত,সহদেব মণ্ডল,যমুনা মণ্ডল ও মাতাজী আশ্রমের ভক্ত মহিলারা।সবশেষে হরিনাম ও হরিলুট হলো।ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন প্রশান্ত মণ্ডল।অনুষ্ঠানটিকে সঞ্চালন করলেন সুনীল কুমার দে।অনুষ্ঠানের শেষে সবাই কে প্রসাদ খাওয়ানো হলো।এই উপলক্ষে রাজকুমার সাহু,মোহিতোষ মণ্ডল,তপন মণ্ডল,নীতিশ মণ্ডল,সুশান্ত মণ্ডল,পাপ্পু মণ্ডল,মঃটু মণ্ডল,মনি মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,সাবিত্রী গোপ,ছবি রানী মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,অমল বিশ্বাস,বীরেন মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল,সঞ্জয় সাহু,ঝর্ণা সাহু,ব্রহ্ম পদ মরল,কাজল মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,বেলারানী মণ্ডল,বলরাম গোপ,সনাতন মাহাতো,শরত মাহাতো,হীরণ মাহাতো,কবিতা মাহাতো ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের বহু ভক্ত ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘকালের নিরপেক্ষ অবস্থান ছেড়ে সুইডেন ও ফিনল্যান্ড কেন নেটোতে

ফিলান চ্যাটার্জি
প্রাবন্ধিক

প্রতিবেশী দেশ ফিনল্যান্ডের পথ ধরে এবার সুইডেনও যোগ দিতে চলেছে নেটোতে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট সুইডেনের ব্যাপারে তার দেশের আপত্তি তুলে নেয়ার পর এই সামরিক জোটে যোগ দেয়ার পথ খুলে গেল সুইডেনের জন্য।

ফিনল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে এই পশ্চিমা জোটে যোগ দেয় গত এপ্রিলে, তাদের নিয়ে নেটো জোটের সদস্য দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১।

নরডিক অঞ্চলের এই দুটি দেশ বহু দশক ধরে তাদের সামরিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল। কিন্তু ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করলো, তারপর এই দুটি দেশ তাদের অবস্থান বদলায়। ইউক্রেন যুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় মহাদেশে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বলে মনে করা হয়।

এখন কেন নেটোতে যাচ্ছে?

উত্তর ইউরোপে একটা দীর্ঘ সময় ধরে যে ধরনের স্থিতিশীলতা ছিল, ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর তা ভেঙ্গে গেছে। এর ফলে সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডের মতো দেশ এখন মনে করছে তাদের দেশের নিরাপত্তা এখন বেশ নাজুক হয়ে পড়েছে।

সাবেক ফিনিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সান্ডার স্টাব বলেছেন, গত বছর যখনই রাশিয়ার সেনাবাহিনী ইউক্রেনে আক্রমণ চালালো, তখনই আসলে ঠিক হয়ে গেল যে ফিনল্যান্ড নেটোতে ঢুকবে।

ফিনল্যান্ডের অনেক মানুষকে এই ঘটনা আগের ভীতিকর ইতিহাস মনে করিয়ে দিল। সোভিয়েতরা ১৯৩৯ সালের শেষভাগে ফিনল্যান্ড আক্রমণ করেছিল। তিন মাস ধরে ফিনিশ সেনাবাহিনী রুশদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চালায়। যদিও তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সোভিয়েতদের চেয়ে অনেক কম। ১৯৪০ সালের মার্চ পর্যন্ত ফিনল্যান্ডের বাহিনী টিকে ছিল। কিন্তু ফিনল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ কারেলিয়া দখল করে নেয় সোভিয়েত রাশিয়া।

ফিনল্যান্ড হয়তো রাশিয়ার দখলে যায়নি, কিন্তু নিজ দেশের দশ শতাংশ সীমানা তারা হারিয়েছিল।

ইউক্রেন যুদ্ধ দেখে মনে হচ্ছিল সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, বলছিলেন ইউনিভার্সিটি অব হেলসিংকির রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইরো সারকা।

ফিনল্যান্ডের মানুষ তখন রাশিয়ার সঙ্গে নিজেদের ১,৩৪০ কিলোমিটার সীমানার দিকে তাকাচ্ছিল আর ভাবছিল, এটা কি আমাদের সঙ্গেও ঘটতে পারে?

সাম্প্রতিক সময়ে সুইডেনের মনে হচ্ছিল তারা হুমকিতে আছে।

সুইডেনের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে ২০১৩ সালে যখন রাশিয়ার বোমারু বিমান স্টকহোমের ওপর আক্রমণের একটি মহড়া পরিচালনা করছিল। তখন সুইডেনকে নেটোর সাহায্য চাইতে হয় রুশদের তাড়াতে।

২০১৪ সালে সুইডেনের মানুষ একটি খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। স্টকহোম দ্বীপপুঞ্জের কাছেই অগভীর জলেতে নাকি রাশিয়ার সাবমেরিন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুইডেনে ২০১৮ সালে প্রতিটি ঘরে সেনাবাহিনীর একটি প্রচারপত্র পাঠানো হয়। 'যদি যুদ্ধের মতো সংকট তৈরি হয় তখন কী করতে হবে তার বর্ণনা ছিল এই প্রচারপত্রে। ১৯৯১ সালের পর এরকম প্রচারপত্র বিলির ঘটনা এটাই প্রথম।

ফিনল্যান্ডের জনসংখ্যা মাত্র ৫৫ লাখ। দেশটিতে সামরিক বাহিনীতে ডাক পড়লে যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক। জনসংখ্যার অনুপাতে সামরিক বাহিনী বেশ বড়, এবং বেশ প্রশিক্ষিত। প্রতিবছর ফিনল্যান্ডে ২১ হাজার মানুষকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, এবং তাদের রিজার্ভ বাহিনীর সংখ্যা প্রায় নয় লাখ। দেশটির যুদ্ধকালীন সেনা সংখ্যা ২ লাখ ৮০ হাজারের মতো বলে অনুমান করা হয়।

সুইডেনের সামরিক ক্ষমতা অবশ্য ফিনল্যান্ডের চেয়ে অনেক কম। তাদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ৫৭ হাজার। কিন্তু ২০১৮ সালে সুইডেনেও সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর আগে ২০১০ সালে এই নিয়ম বাতিল করা হয়েছিল। এখন বছরে ছয় হাজার মানুষের ডাক পড়ে সামরিক বাহিনীতে। ২০২৫ সাল হতে এটি বাড়িয়ে আট হাজার করা হচ্ছে। সুইডেন তাদের সামরিক বাহিনীর আকার ছোট করতে থাকে ১৯৯০ এর দশক হতে। তখন থেকে তাদের সামরিক বাহিনী দেশ রক্ষার চাইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমেই বেশি মনোযোগ দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া যখন ২০১৪ সালে ইউক্রেনে হামলা চালিয়ে ক্রাইমিয়া দখল করে নিল, তখন সুইডেন তাদের এই নীতি পরিবর্তন করে। কারণ বাল্টিক অঞ্চলে তখন রাশিয়ার দিক থেকে নতুন হুমকি তৈরি হয়।

এখন কী পরিবর্তন দেখা যাবে?

সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড ১৯৯৪ সাল থেকেই নেটোর আনুষ্ঠানিক সহযোগী দেশ। তখন তারা নেটো জোটের বিভিন্ন কার্যক্রমে বড় অবদানও রাখছে। স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড কয়েকটি নেটো মিশনে অংশগ্রহণও করেছে।

তবে নেটো জোটে যোগ দেয়ার পর সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড সংস্থার আর্টিকেল৫ অনুযায়ী পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাবে। কারণ নেটোর এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জোটের যে কোন একটি দেশের ওপর আক্রমণ সব সদস্য দেশের ওপর আক্রমণ বলে গণ্য হবে।

ইতিহাসবিদ হেনরিক মেইনানডার বলেন, ফিনল্যান্ডের জনগণ নেটোর সদস্য হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর নেটো সদস্য হওয়ার লক্ষ্যে ফিনল্যান্ড ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়েছে।

১৯৯২ সালে ফিনল্যান্ড ৬৪টি যুদ্ধ বিমান কেনে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। তিন বছর পর তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়। তার পর হতে ফিনল্যান্ডের প্রতিটি সরকার নেটো জোটে যোগ দেয়ার বিষয়টি সব সময় বিবেচনায় রেখেছে।

নেটোর সদস্য হতে হলে কোন দেশকে জিডিপির ২ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হয়। ফিনল্যান্ড এরই মধ্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। আর সুইডেন ২০২৬ সালের মধ্যে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় জিডিপির ২ শতাংশ করার লক্ষ্য ঠিক করেছে।

স্নায়ু যুদ্ধের সময় সুইডেন হয়তো নিরপেক্ষ ছিল, তবে সেই সময়েও তারা বাল্টিক সাগরের দ্বীপ গোটল্যান্ডে ১৫ হাজার সেনা মোতায়েন রাখতো। এখন সুইডেন আবার সেখানে তাদের সামরিক উপস্থিতি বাড়াতে শুরু করেছে। সুইডেন আশা করছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তারা তাদের নিয়মিত সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করতে পারবে, বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রিজার্ভ সেনা সংখ্যাও বাড়াতে পারবে।

এর ঝুঁকি কী?

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিশ্বাস নেটোর এই সম্প্রসারণ তার দেশের জন্য প্রত্যক্ষ হুমকি। তিনি দাবি করেন, এজন্যেই তিনি ২০২২ সালে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। কিন্তু তার এই কাজের আসলে উল্টো ফল হয়েছে, কারণ এর ফলে নেটোর সম্প্রসারণ আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।

বিশেষ করে ফিনল্যান্ডের নেটোতে যোগদানের ঘটনা রাশিয়ার জন্য বড় ধাক্কা। এর ফলে বাল্টিক অঞ্চলে নেটো জোটের প্রভাব অনেক বাড়লো। অন্যদিকে এর ফলে ক্রেমলিন হুমকি দিচ্ছে, তারা এখন পাল্টা 'সামরিক কারিগরি' ব্যবস্থা নেবে। তবে সেটি কি, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলেনি ক্রেমলিন।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় বলেছে, সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড, এই দুটি দেশকেই নেটোতে যোগ দিলে তার পরিণতি কী হবে সে ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে।.

তুরস্কের সবুজ সংকেতের পর নেটোতে যোগ দেয়ার পথে এখন সুইডেনের সামনে আর কোন বাধা নেই। তবে ক্রেমলিন বলছে, ফিনল্যান্ডের বেলায় তারা যা বলেছিল, সুইডেনের ক্ষেত্রেও তারা একই ধরনের ব্যবস্থা নেবে।

রাশিয়ার এসব ব্যবস্থা কী হতে পারে তা এখনো অস্পষ্ট। রাশিয়া বলছে, তারা তাদের কিছু কৌশলগত পরমাণু অস্ত্র বেলারুসে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড এসব অস্ত্রের আওতার মধ্যে আসবে।

তবে সাবেক ফিনিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সান্ডার স্টাব হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন, রাশিয়া হয়তো সাইবার হামলা, মিথ্যে প্রচারণা এবং মাঝেমধ্যে আকাশসীমা লঙ্ঘনের মতো ব্যবস্থাই বেশি নেবে।

আর্টিকেল ৫ অনুযায়ী ফিনল্যান্ডের এরকম নিরাপত্তার গ্যারান্টি এখনই আছে। অন্যদিকে সুইডেনও শীঘ্রই এরকম অঙ্গীকার পাবে। কারণ নেটোর কোন একটি দেশ আক্রান্ত হলে, চুক্তি অনুযায়ী সব দেশকে সেই দেশকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। অন্যদিকে ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন নেটোতে যোগ দেয়ার ফলে নরডিক এবং বাল্টিক অঞ্চলের প্রতিরক্ষার ব্যাপারটি এখন আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল।

তবে এই দুটি দেশেই, বিশেষ করে সুইডেন, জনগণের সংখ্যালঘিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ মনে করে, নেটোর সদস্য হওয়ার পর বরং এর উল্টো প্রভাব পড়বে। সুইডিশ পিস এন্ড আরবিট্রেশন সোসাইটির ডেবোরাহ সলোমন বলেন, পরমাণু অস্ত্র দিয়ে শত্রুপক্ষকে নিরস্ত করার নেটোর কৌশলটি বরং উত্তেজনা বাড়াচ্ছে, রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতার ঝুঁকি তৈরি করছে। তার মতে, এর ফলে শান্তি প্রচেষ্টার পথ জটিল হচ্ছে, এবং সুইডেনকে তা আরও নিরাপত্তাহীন করে তুলছে।

আরেকটি আশংকা হচ্ছে, এই জোটে যোগ দেয়ার মাধ্যমে সুইডেন বিশ্বে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের আন্দোলনে তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা হারাতে পারে। নেটোর ব্যাপারে সুইডেনের যেসব মানুষ সন্দিহান, তারা ১৯৬০ হতে ১৯৮০র দশকের মধ্যবর্তী সময়ের কথা স্মরণ করছেন। তখন সুইডেন পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টায় মধ্যস্থতার জন্য তার নিরপেক্ষ অবস্থানকে কাজে লাগিয়েছিল।

মিজ সলোমন বলেন, নেটো জোটে যোগ দেয়ার মানে হলো সুইডেনকে এই ভূমিকা পরিত্যাগ করতে হবে।

তবে ফিনল্যান্ডের নিরপেক্ষতা ছিল ভিন্ন ধরনের। কারণ তাদের এই নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হয়েছিল ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এক 'মৈত্রী চুক্তি'তে চাপিয়ে দেয়া শর্তের কারণে। তখন ফিনল্যান্ডের টিকে থাকার জন্য এবং তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এটিকে একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হতো।

হেনরিক মেইনানডার বলেন, সুইডেনের জন্য এই নিরপেক্ষতা ছিল তাদের পরিচয় এবং আদর্শের প্রশ্ন। অন্যদিকে ফিনল্যান্ডের বেলায় এটি ছিল টিকে থাকার প্রশ্ন। তিনি বলেন, সুইডেন যে নেটোর সদস্য হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পেরেছিল, তার কারণ হচ্ছে তারা ফিনল্যান্ড এবং অন্যান্য বাল্টিক দেশকে 'বাফার জোন' হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর ফিনল্যান্ড তার নিরপেক্ষতার অবস্থান থেকে সরে আসে। তখন তারা পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে তাকাতে শুরু করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা শুরু করে।

এই দুটি দেশের সদস্যপদের ব্যাপারে তুরস্ক এবং হাঙ্গেরিও কিছু আপত্তি জানিয়েছিল শুরুতে। তুরস্কের অভিযোগ ছিল, এই দুটি নরডিক দেশ, তাদের ভাষায়, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে সমর্থন করে। তুরস্ক আসলে কুর্দি চরমপন্থী দল পিকেকে এবং গুলেন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করছিল। তুরস্কে ২০১৬ সালে এক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার জন্য গুলেন আন্দোলনকে দায়ী করা হয়।

কুর্দিরা তুরস্কের মোট জনসংখ্যার ১৫২০ শতাংশ। কয়েক প্রজন্ম ধরে তারা তুরস্কে কর্তৃপক্ষের দিক থেকে নিপীড়নের শিকার বলে অভিযোগ করে। তবে সুইডেনের ব্যাপারেই বেশি আপত্তি ছিল তুরস্কের। কারণ কুর্দিরা সুইডেনের রাজনীতিতে বহু দশক ধরে তাদের পক্ষে বেশ জোরালো অবস্থান গড়ে তুলেছিল।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এমন প্রশ্নও ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, 'যে দেশের রাস্তায় এরকম সন্ত্রাসবাদীরা ঘুরে বেড়ায়.. সেই দেশ কিভাবে নেটোতে অবদান রাখবে?

তার প্রধান দাবি ছিল, কুর্দিদের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সমর্থন করা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

সুইডেন ২০২৩ সালের জুনে তাদের সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক আইনে পরিবর্তন এনেছে এবং যে কোন ধরনের চরমপন্থী গ্রুপকে সমর্থন করা বা তাদের কাজে অংশগ্রহণ করা নিষিদ্ধ করেছে। এই আইনের পর এরই মধ্যে সেদেশে একজন কুর্দি পুরুষের জেল হয়েছে সন্ত্রাসবাদে অর্থ জোগানোর অভিযোগে।

তবে তুরস্কের এই আপত্তির পেছনে নাকি ছিল অন্য কারণ। কেউ কেউ ইঙ্গিত করেছেন যে তুরস্ক আসলে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এফ১৬ যুদ্ধবিমান পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল, সেটা না পাওয়া পর্যন্ত তারা সুইডেনকে নেটোর সদস্য করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে যাচ্ছিল। তুরস্ক অবশ্য একথা অস্বীকার করেছে।

সাময়িকী

মাহেন্দ্র গুপ্ত এ যুগের ব্যাসদেব

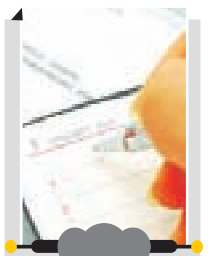

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

ভগবান যখন মানব শরীর ধারণ করে অবতার হয়ে এই পৃথিবীতে আসেন তখন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কিছু ভক্তদের সাথে নিয়ে আসেন লীলা বিলাস ও লীলা প্রকাশ করার জন্য।রামকৃষ্ণ কথামৃতের লেখক মহেন্দ্র গুপ্ত কে দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, তোমাকে চৈতন্যের দলে দেখে ছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে একজন।ঠাকুর তাকে দিয়ে এ যুগের ভাগবত লিখিয়েছিলেন।এ যুগের ভাগবত বলতে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত কে বোঝায়।রামকৃষ্ণ লীলা মূলত তিনটি প্রধান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যথা, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথি।এই সব শাস্ত্র গুলো যারা লিখেছেন তারা সবাই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন যারা রামকৃষ্ণ লীলার সাক্ষী স্বরূপ।শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত লিখেছেন শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত ওরফে শ্রীম। শ্রীশ্রী লীলা প্রসঙ্গ লিখেছেন স্বামী সারদানন্দ ওরফে শরত মহারাজ।

রামকৃষ্ণ পুঁথি লিখেছেন শ্রী অক্ষয় কুমার সেন, স্বামীজী যাকে শাকচুন্নি বলে ডাকতেন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত ধর্ম সাহিত্যে এক অমর কীর্তি।কথামৃত সাহিত্য হিসাবে যেমন বৈশিষ্ঠ পূর্ণ তেমনি ভাষার দিক দিয়ে স্বচ্ছ ও সরল।কথামৃতের আদিও নেই আবার অন্ত ও নেই।যেখান থেকে খুশি আরম্ভ করা যায় আবার যেখান থেকে খুশি শেষ করা যায়।কথামৃত একদিকে যেমন গম্ভীর জ্ঞান রাশিতে পরিপূর্ন তেমনি অপর দিকে অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন।কথামৃতের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই ঠাকুর কিভাবে নীতি ও অনুষ্ঠানের, বেদ,পুরান ওতন্ত্রের,কর্মযোগ,ভক্তিযোগ,ও রাজযোগের এবং দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদের সামঞ্জস্য করতেন।কথামৃতে ঠাকুরের অলৌকিক প্রতক্ষ্য গুলো অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ব্যতিত অন্য কোনো প্রসঙ্গ স্থান পায়নি বললেই হয়।কথা মৃত কেবল বঙ্গ দেশের চিন্তার ভান্ডার কেই চির সমৃদ্ধি শালী করেনি বরং সমগ্র জগৎ কে তার অংশীদার করেছে। যোগী, ভোগী, সংসারী, মুমুক্ষু, সাধক, সিদ্ধ,জ্ঞানী,বিজ্ঞানী সকলের অবস্থা তাতে বর্ণিত হওয়ায় প্রত্যকেই এতে আপন অন্তরের প্রতিচ্ছবি ও প্রশ্নের সমাধান দেখতে পায়।মহেন্দ্র গুপ্ত সারা মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ভগবান কে প্রশ্ন করেছেন, সংসারে কেমন ভাবে থাকতে হয়,কি করলে শান্তি পাওয়া যায়, ভগবান কি,ভগবান কে ডাকবো কেন,ভগবানকে কেমন ভাবে লাভ করবো,মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন করেছেন আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ ও সরল ভাবে উত্তর দিয়েছেন ও বুঝিয়ে দিয়েছেন গল্পের ছলে।কথামৃত পড়লে ভগবত গীতার কথা মনে পড়ে যেখানে ভক্ত অর্জুন প্রশ্ন করছেন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তর দিচ্ছেন।আজ পর্যন্ত কোনো অবতার পুরুষের জীবন দর্শন ও দিব্য লীলা,তিথি,নক্ষত্র,বার,সময়,পরিবেশ নিয়ে এমন ভাবে লেখা হয়নি যেখানে কল্পনা বিন্দু মাত্র নেই।তাই রামকৃষ্ণ কথামৃত এক অদ্ভুত,অনন্য, অতুলনীয় ও অসাধারন ধর্ম গ্রন্থ যা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষ কে ভক্তি লাভের,জ্ঞান লাভের,ভগবান লাভের,শান্তি ও আনন্দ লাভের প্রেরণা যোগাবে।কথামৃত পড়েই অধিকাংশ লোক রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু হয়েছে।এ রকমটি আর কোনো যুগেই হয়নি।

এই অমূল্য ধর্ম গ্রন্থটি যিনি লিখেছেন তার নাম শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত। কথামৃতে তিঁনিই শ্রীম,মনি,মাস্টার মশায়,মনমোহন বা একজন ভক্ত নামে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন।ভক্ত সমাজে তিনি আবার গুপ্তযোগী ও ছেলেধরা মাস্টার নামেও পরিচিত।সেই গুপ্ত যোগী ও অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী মহাপুরুষ টির জন্ম হয়েছিলো ১৪ই জুলাই ১৮৫৪ ক্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১২৬১ সালের ৩১শে আষাড় শুক্রবার শ্রীনাগ পঞ্চমীর পুন্যদিনে কলকাতার শিমুলিয়া পল্লিস্থ শিব নারায়ণ দাস লেনে যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ওরফে নরেন্দ্র নাথ দত্তের জন্ম হয়েছিলো।পিতা শ্রী মধুসূদন গুপ্ত ও মাতা স্বর্ণময়ী দেবী খুবই ধার্মিক,সরল ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।মধুসূদন গুপ্তের চার পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তৃতীয় পুত্র।শিব আরাধনার ফলে এই পুত্রের জন্ম হয়।আসলে ভগবানের সাথে যারা আসেন তারা তো আর সাধারণ মানুষ নন,তাঁদের সবারই দেব অংশে জন্ম হয়।ছোট বেলা থেকেই ধর্মে অটুট বিশ্বাস ও আস্থা,ভগবানের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি উপচে পড়তো।তিনি প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্র ছিলেন।তাই অনেক গুলো বড় বড় ডিগ্রী ও ধারণ করেছিলেন।ছাত্রজীবন থেকেই ভগবান কে জানার ও ভগবান কে লাভ করার প্রচণ্ড ব্যাকুলতা ছিলো মনে।প্রথম জীবনে তিনি ব্রহ্ম সমাজে যাতায়াত ও করতেন।তিনি রামায়ণ,মহাভারত থেকে শুরু করে বেদ,উপনিষদ,গীতা,ভাগবত,পুরান,কোরান, বাইবেল,ত্রিপিটক প্রভৃতি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন ও প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।১৯৭৩ ক্রিস্টাব্দে মাত্র আঠারো,উনিশ বছর বয়সে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের ভগ্নী সম্পর্কিয় শ্রীযুক্ত ঠাকুর চরণ সেনের কন্যা শ্রীমতি নিকুঞ্জ দেবীর পানি গ্রহন করেন কিন্তু সংসার জীবন তার সুখের হয়নি।তিনি যশোহর জেলার নড়াইল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রথম প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন।মহেন্দ্র গুপ্তের প্রিয় ছাত্র যারা ছিলেন পরবর্তী কালে তারা সবাই ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য হিসাবে পরিগণিত হয় যথা,,রাখাল ওরফে স্বামী ব্রহ্মানন্দ,বাবুরাম ওরফে স্বামী প্রেমানন্দ,সুবোধ ওরফে স্বামী সুবোধানন্দ,পূর্ণ ঘোষ,বিনোদ,বঙ্কিম, তেজচন্দ্র, পল্টু, খিরোধ,নারায়ণ প্রমুখ।তিনি পরবর্তী কালে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে ও শ্যাম বাজার মেট্রোপোলিয়ান শাখা বিদ্যালয়ে ও প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে শিক্ষকতা করেছেন।কিন্তু পারিবারিক অশান্তি ও আত্মীয় স্বজনদের অত্যাচার তার জীবন কে ভারাক্রান্ত করে তুলে।তাই তিনি সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন আত্ম হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।কখন কখন জ্ঞানী ব্যক্তি ও অধর্য্য হয়ে পড়েন ও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন।কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা ছিলো অন্য রকম।ঠাকুরের কাজ করার জন্য তার পৃথিবীতে আসা তাই সময় মতো ঠাকুর মহেন্দ্র গুপ্ত কে দক্ষিনেশ্বরে টেনে নিয়ে এলেন।১৮৮২সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রবিবার দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে মহেন্দ্র গুপ্তের প্রথম সাক্ষ্যাত হয়।তিনি কথামৃতে তা বর্ণনা করে বলেছেন,,এত সুন্দর পরিবেশ,এত সুন্দর মানুষ,এত সুন্দর কথা প্রাণ জুড়িয়ে যায়।এখানে যেন সব তীর্থের সমাগম হয়েছে,যেন স্বয়ং শুকদেব ভগবত কথা বলছেন।ঠাকুর কে দেখার পর ও ঠাকুরের সাথে পরিচয় হওয়ার পর আত্ম হত্যার কথা ভুলেই গেলেন মহেন্দ্র গুপ্ত।আত্ম হত্যার পরিবর্তে আত্ম দর্শন হলো,নুতন করে বাঁচার পথ খুঁজে পেলেন।তার ধারণা ছিলো বই পড়লেই বুঝি জ্ঞান হয় ও ডিগ্রী ধারণ করলেই বুঝি জ্ঞানী হয় কিন্তু মহেন্দ্র গুপ্তের সেই ধারণা পাল্টে গেলো যখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনলেন,,ঈশ্বর কে জানার নাম জ্ঞান ও ঈশ্বর কে না জানার নাম অজ্ঞান।এই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।ঠাকুরের স্নেহ,ভালোবাসা ও অমৃত ময় কথা পেয়ে বার বার ছুটে গেলেন ঠাকুরের কাছে মহেন্দ্র গুপ্ত।তার জ্ঞান,তার পান্ডিত্য,অহংকার,অভিমান সব কিছু ধুলোয় মিশে গেলো।মৌমাছির মতো কথামৃত রুপী মধু পান করে জীবনের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেলো।এত সুন্দর কথা,এ গুলো কে লিখে রাখা দরকার।লিখতে শুরু করলেন ডাইরি।ঠাকুরের অমৃতময় কথা গুলোকে তিনি নিজের জন্য ডায়রিতে লিখতে শুরু করলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তা হয়ে গেলো সবার অমূল্য সম্পদ।মহেন্দ্র গুপ্ত ১৮৮২থেকে১৮৮৬সাল পর্যন্ত মাত্র ২৪০দিন তিনি ঠাকুরের কাছে গেছিলেন অর্থাৎ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত হলো ২৪০দিনের ডাইরি।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী ত্রিগুনাতিত মহারাজের সম্পাদনায় মহেন্দ্র গুপ্তের ডাইরি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত রূপে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রথম খন্ড ১৯০২ সালে।তারপর দ্বিতীয় খন্ড ১৯০৫ সালে,তৃতীয় খন্ড ১৯১২ সালে,চতুর্থ খন্ড ১৯১৬ সালে ও পঞ্চম খন্ড ১৯৩২ সালে।এটাই মহেন্দ্র গুপ্তের শেষ প্রকাশন।কথামৃতের মহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত গোপী গীতা থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তা হলো,,,তব কথামৃতম, তপ্ত জীবনম, কবিভিরীতম কল্মশাপহম।

শ্রবন মঙ্গলম,শ্রীমদাততম,ভুবি গৃহন্তি যে ভুরিদা জনা।।

সেই গুপ্ত যোগী,এ যুগের ব্যাসদেব,রামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলির প্রণম্য ও পূজনীয় মাস্টার মশায় শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত ১৯৩২ সালের ৪ই জুন,মা,গুরুদেব আমাকে কোলে তুলে নাও বলে রামকৃষ্ণ লোকে যাত্রা করলেন আর আমাদের সবার জন্য রেখে গেলেন অমূল্য সম্পদ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত।

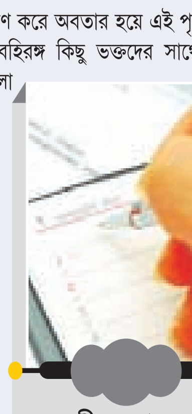

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

বরাক উপত্যকার ৬৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম বদলানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের একাধিক জলন্ত বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে অব্যাহত থাকা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে ইতিমধ্যে শাসক বিরোধী সহ বিভিন্ন দল সংগঠন নিজেদের স্থিতি অনুযায়ী তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অসমের একটি লোকসভা এবং দশটি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার পরিবর্তন করতে চাইছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে। তবে এবার এই বিষয়টি সরাসরি ভাবে স্বীকার করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন বরাক উপত্যকায় ৬৭ টি বিধানসভা কেন্দ্র এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ২১ টি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে।

উল্লেখ্য বুধবার বিভিন্ন কার্যসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য নগাঁও এ উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেই সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন বিধানসভা কিংবা লোকসভা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করবে নির্বাচন কমিশন। তবে এক্ষেত্রে সরকারের মনে যা পরামর্শ ছিল সেটা প্রস্তাবের আকারে কমিশনকে দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের সব দাবি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্য নয়। তারা স্বতন্ত্রভাবে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবে। সরকার কিছু একটা বলল বলে সেটা তারা মেনে নেবে এভাবে হয় না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এদিন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উথ্থাপন করা আইন প্রণয়নের দাবি সম্পর্কে ফের একবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার অতি শীঘ্র অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইন প্রবর্তন করবে। এক্ষেত্রে তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং এই আইন অতি শীঘ্র প্রবর্তন করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি এই আইন প্রবর্তন হবে সেটা সাধারণ জনতার উপকারে আসবে। তবে যদি এই আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কিছুটা দেরি হয় তাহলে রাজ্য সরকার নিজস্বভাবে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা আইন প্রণয়ন করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইন প্রবর্তন হলে বহুবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আইনের প্রযোজন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই আইন কত বাস্তব সে ক্ষেত্রে চিন্তা চর্চা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন যদি এই আইন না মানলে কত লক্ষ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে হবে। আদৌ এটা কি সম্ভব। তাছাড়া গর্ভে সন্তান থাকলে সেই মহিলাকে কিভাবে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে। তবে বেশি সন্তান জন্ম দিলে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে। কিন্তু যদি বলা যায় যে বেশি সন্তান জন্ম দিলে গ্রেফতার করা হবে, আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে তাহলে সেটা বাস্তবে কতটা সম্ভব সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মহলে চিন্তা চর্চা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু যেভাবে খুব সহজে বলে দেওয়া যায় যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের প্রযোজনীয়তা রয়েছে সেটা এতো সরল বিষয় নয়। ফলের ক্ষেত্রে চিন্তা চর্চা করতে হবে। তবে সেই ভাবনা চিন্তা চলছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যের পুরনো বিজেপি এবং নতুন বিজেপির মধ্যে সংঘাতের যে খবর প্রকাশ হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণভাবে প্রচার মাধ্যম সৃষ্টি করেছে। তিনি স্বয়ং নতুন বিজেপি এবং পুরনো বিজেপি বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বাস্তবে দলে এই ধরনের কোনো সংঘাত নেই। একইভাবে আহোম নিয়ে বিতর্ক প্রচার মাধ্যম সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ উথ্থাপন করেছেন তিনি। জাতিকে ভাগ ভাগ না করার জন্য প্রচার মাধ্যমের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন আহোম অসমীয়া জাতির নির্মাণ করেছিলেন। ফলে আহোম অসমীয়া জাতির স্বার্থের বিপরীতে কিভাবে যাবে সে প্রশ্ন উথ্থাপন করেছেন তিনি। একজন বা দুজন ব্যক্তি আহোমদের প্রতিনিধিত্ব করেনা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এর ফলে প্রচার প্রচার মাধ্যমে একটি বিষয় থাকলে সেটা বাস্তবে গেলে ভিন্ন হয়ে যায়। ফলে অসমের বাস্তব প্রচার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় কিনা সেটা নিয়ে প্রচার মাধ্যম স্বয়ং চিন্তাচর্চা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

এদিকে মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন রাজ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এটা সত্য কথা। এর জন্য সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছে সেটাও সত্য। তবে এর প্রতিরোধের জন্য যেটাই করা যায় সবই করে চলেছে সরকার। রাজস্থান, ছত্রিশগড় সহ কংগ্রেস সরকারের রাজ্যগুলি থেকে অসমের পেট্রোলের মূল্য কম রয়েছে। সাধারণ জনতা থেকে ধান পর্যন্ত ক্রয় করা হয়েছে। রাজ্যবাসী যাতে সময় মত চাল পায় সেটারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে একটু সময়ের প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসমের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্তে গুগল এর মাধ্যমে যাচাই করলে দেখা যাবে রাজ্যবাসীকে কতটা রেহাই দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অরুণোদয় প্রকল্পের বৃদ্ধি করার মতো পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরে ৪০ লক্ষ ব্যক্তিকে রেশন কার্ড দেবে সরকার। প্রত্যেককে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। দরিদ্র সাধারণ জনতার পাশে দাঁড়িয়ে যতটুকু করা সম্ভব সব চেষ্টাই করা হচ্ছে। তবে কিছু জিনিস রয়েছে সেটা তার নিয়ন্ত্রণ থাকেনা বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এর জন্য তার নিজের মনে কষ্ট হয়। কিন্তু হাতে কোনো অন্য উপায় থাকে না। নিয়ন্ত্রণ বাইরে চলে গেলে সেটার ক্ষেত্রে অসুবিধা হলেও ধীরে ধীরে সেটা ঠিক করা হয় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন রাজ্যের কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়েছে। এবছর কৃষি উৎপাদন অত্যন্ত ভালো হয়েছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত বছর প্রায় ২০০ কোটি টাকার কৃষি সামগ্রী অসম থেকে রপ্তানি হয়েছে। যোরহাটের এক যুবক ভোট জলকিয়া নাগাল্যান্ডে সরবরাহ করে এই বছর ১০ লক্ষ টাকা আয় করেছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অসমীয়া মানুষের চাষ করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এখনো বহু কৃষি জমি রয়েছে যেখানে আজও চাষ করা হয়নি। বর্তমান রাজ্যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে চাষ করার এটাই সঠিক সময়। এই সময়েই অসমীয়াদের চাষ করা উচিত। কিন্তু যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা যায় কেন চাষ করেনি তারা বলবে লোক পায়নি। অর্থাৎ তাদের চাষ করার জন্য মিয়া ব্যক্তির প্রযোজন। মিয়া মিয়ার কাজ করুক কিন্তু অসমিয়ারদের অসমীয়া কাজ করা উচিত। বর্তমান রাজ্যের যুবকদের বহু সুবিধা রয়েছে। উপযুক্ত বাজার রয়েছে। ফলে যে ক্ষেত্রে মিয়ারা এগিয়ে গেছে সেখানে অসমীয়দের প্রতিযোগিতা করা উচিত। আবার যেখানে অসম মেয়েরা এগিয়ে গেছেন সেখানে মিয়ারা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সরকারি কর্মচারীদের তিন থেকে পাঁচ বছর দুর্গম স্থানে বদলি, চা বাগান এলাকার বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলে ডিম সংযোজন সহ মন্ত্রি সভার বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

উচ্চশিক্ষায় ওবিসি এবং এমওবিসির জন্য সংরক্ষণ বৃদ্ধি, ২০২৩ সালের আসাম রোড ম্যাপ মাস্টার প্ল্যান অনুমোদন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। সুগম থেকে দুর্গম স্কিমের অধীনে পদ নির্বিশেষে রাজ্য সরকারের প্রতি জন কর্মচারীদের নিজেদের কর্মজীবনে তিন থেকে পাঁচ বছর দুর্গম স্থানে বদলি হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মূলত রাজ্যের দুর্গম ভৌগলিক এলাকাবলে চিহ্নিত স্থানগুলোতে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের তিন থেকে পাঁচ বছর কাটাতে হবে। উন্নত নাগরিক কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই নতুন স্কিম হাতে নিয়েছে অসম সরকার।

গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ে জনতা ভবনে বুধবার আযোজিত সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের চা বাগান এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে খুশির খবর রয়েছে। চা বাগান এলাকায় থাকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিলে জনপ্রতি সপ্তাহে তিনটি ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী পোষণ প্রকল্পের অধীনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেহেতু ডিম থেকে উন্নত মানদণ্ডের প্রোটিন উপলব্ধ হয় ফলে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ওবিসি এবং এমওবিসির জন্য সংরক্ষণ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান গুলোতে বর্তমানের ১৫ শতাংশের তুলনায় ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হবে। মূলত রাজ্যের ছয় জনগোষ্ঠী অর্থাৎ টাই অসম, চুতিয়া, মরান, মটক, কোচ রাজবংশী এবং চা বাগানের উপজাতিদের জন্য এই সংরক্ষণ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর ফলে রাজ্যের বারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জনগোষ্ঠীদের জন্য ১১৩ টি সংরক্ষণ আসন উপলব্ধ হবে। একইভাবে পলিটেকনিক শিক্ষানুষ্ঠান গুলোতে ২৯২ টি আসন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষানুষ্ঠান গুলোতে এই ছয় জনগোষ্ঠীর জন্য থাকবে ১১৯ টি সংরক্ষিত আসন।

রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ করে সড়ক নির্মাণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা ২০২৩ সালের আসাম রোড ম্যাপ মাস্টার প্ল্যান অনুমোদন জানিয়েছে মন্ত্রিসভা। ২০২৩ সালের আসাম রোড ম্যাপ মাস্টার প্ল্যান (আরএনএমপি) রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগ ব্যবস্থার চাহিদা পূরণ করবে। আরএনএমপি অনুযায়ী রাজ্যের মূল সড়ক গুলোকে স্টেট হাইওয়েজ (এসএইচ) এবং জেলার সড়ক গুলোকে মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোডস (এমডিআর) হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। মূলত ২০ বছরের সড়কের চাহিদা পূরণ করার কথা মাথায় রেখে আরএনএমপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এর অধীনে ১৮৪২১ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে যার মধ্যে থাকবে ৫১২০ কিলোমিটার স্টেট হাইওয়েজ এবং ৮৬৩৮ কিলোমিটার মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোডস। তাছাড়া ৪৬৭৩ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক এর মধ্যে থাকবে। এই সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে তিন ধরনের ক্যাটাগরি রাখা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পাঁচ বছর, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০ বছর এবং তৃতীয় পর্যায়ে ২০ বছরের পরিকল্পনা এই রোডম্যাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ১৩ লক্ষ ব্যক্তির সড়ক নির্মাণের কাজের ক্ষেত্রে নিযোগে সৃষ্টি হবে।

অন্যদিকে প্রশাসনিক দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। অসম সচিবালয় সার্ভিস রুল ২০১৯ এবং সাবঅরডিনেট সার্ভিস রুল ১৯৬৩ আইন সংশোধন করে সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যাঃট অ্যাসিস্ট্যাঃট সেকশন অফিসার এবং সুপ্রিটেনডেঃট সেকশন অফিসার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রশাসনিক দক্ষতা বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজ্যপাল ও শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমনের মধ্যে দিয়ে ময়নাগুড়িতে প্রচার শুরু করলেন মদন মিত্র

জলপাইগুড়ি ঃ মঙ্গলবার দুপুরে জল্পেশ গেস্ট হাউসে ব্রেক ফাস্ট সেরে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ শৈব তীর্থক্ষেত্র ময়নাগুড়ি জল্পেশ মন্দিরে পূজো দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে প্রচার শুরু করেন কামার হাটির বিধায়ক মদন মিত্র। এদিন লাল পাঞ্জাবী কালো কূর্তা পরে প্রচারে নামেন কামার হাটির বিধায়ক মদন মিত্র। শুভেন্দু হোলো চোরের রাজা। ও যেখানে যায় সেখানেই চুরি হয়। উনি বলেন এখানে এসে দেখলাম তৃনমূল খুব ভালোভাবে জিতে যাবে।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়ির সামনে থেকে তাজা বোম উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ বিজেপি প্রার্থীর বাড়ির সামনে থেকে তাজা বোম উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো সংশ্লিষ্ট এলাকায়। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই এই কান্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ ওই বিজেপি প্রার্থীর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সাতসকালে তুফানগঞ্জ২ নম্বর ব্লকের ভানুকুমারী২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাকুঠি জোড়াইমোড় এলাকার ঘটনা। ৯১৩০ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী সুমিত দাসের বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার হয় ওই বোমা। ওই বিজেপি পার্থী সুমিত দাসের অভিযোগ, তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে তাই বিজেপির মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করতে স্থানীয় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যেই বোম ছুড়েছিল, কিন্তু কোনক্রমে বোমটি ফাটেনি। গোটা ঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।যদিও এ ব্যাপারে স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সভাপতি সুজিত ঘোষ বলেন, বিজেপি বোমের রাজনীতি করে। গত লোকসভা ভোটের পর গোটা ব্লক জুড়ে বোমের আতুরঘর তৈরি করেছিল বিজেপি। ভোটের আগে মানুষের সিমপেথি পেতে নিজের বাড়ির সামনে বোম রেখে পুলিশকে ভ্রু ট্রুখবর দিয়েছে ওই বিজেপির পার্থী । তৃণমূল অন্তত বোমের রাজনীতি করে না। বিগত বছরে এমন কোন রেকর্ড নেই।

ফুলবাড়ী এক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোড়া ঝাড় এলাকায় পঞ্চায়েত ভোটের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সারলেন শিলিগুড়ি মহানগরী গৌতম দেব।

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ী এক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোড়া ঝাড় এলাকায় পঞ্চায়েত ভোটের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সারলেন শিলিগুড়ি মহানগরী গৌতম দেব। এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা গৌতম দেবের সামনে তুলে ধরলেন এলাকার মানুষ। গৌতম দেব বলেন এলাকায় যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে নতুন পঞ্চায়েত তৈরি হলে সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। মূলত এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে এবং বর্ষার সময় জল জমার সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করা হবে বলে জানান তিনি।

রোহিঙ্গাদের কাছে নির্যাতননিপীড়নের কথা শুনেছেন উজরা জেয়া ও তাঁর সফরসঙ্গীরা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় বুধবার (১২ জুলাই) রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে রোহিঙ্গা নারী ও পুরুষের সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া ও তাঁর সফরসঙ্গীরা। এ সময় রোহিঙ্গারা উজরা জেয়া ও তাঁর সফরসঙ্গীদের কাছে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে তাদের ওপর চালানো গণহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন নিপীড়নের বর্ণনা দেন। আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যানিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও রোহিঙ্গা নেতা মোহাম্মদ জোবায়ের এই তথ্য জানিয়ে বলেন, আমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি ও সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বৈঠকে বসেন। এ সময় তিনি (উজরা জেয়া) নারীদের সঙ্গে কথা বলেন। মিয়ানমারের সেনারা কীভাবে গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে তাদের উচ্ছেদ করেছে নারীরা তাকে সেটা বলেন। মোহাম্মদ জোবায়ের বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলকে রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে আমরা বলেছি, বাংলাদেশের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। ক্যাম্পে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রয়েছে। তবে যথেষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা নেই। এই জীবন তাদের কাছে বন্দী মনে হয়। যত দ্রুত সম্ভব আমরা স্বদেশে ফিরে যেতে চাই। নিরাপদ, টেকসই ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যেন মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। মোহাম্মদ জোবায়ের জানান, সমস্যা সমাধানের আশ্বাস তাদের দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বুধবার সকাল ৯টার দিকে বেসরকারি উড়োজাহাজের একটি ফ্লাইটে উজরা জেয়া ও তাঁর সফরসঙ্গীরা কক্সবাজার বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখানে ইউএনএইচসিআর, আইএমও এবং আরআরআরসি অফিসের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের স্বাগত জানান। পরে সড়ক পথে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ উখিয়ার বালুখালীর ৯ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌঁছেন তাঁরা। উজরা জেয়া ও তাঁর সফরসঙ্গীরা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার পরিচালনাধীন সেবা ও সহযোগিতা কেন্দ্র পরিদর্শন এবং উখিয়ার বিশেষায়িত হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। বিকেলে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়ে একটি বৈঠক শেষ করে বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে কক্সবাজার ত্যাগ করেন উজরা জেয়া ও তাঁর সফরসঙ্গীরা।

শেখ হাসিনাকে ছাড়া নির্বাচন হবে না সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

ঢাকা ঃ রাজধানী ঢাকার বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেটে বিএনপির পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর শাখা আযোজিত যৌথ শান্তি সমাবেশ। রাজধানী ঢাকার বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেটে বিএনপির পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর শাখা আযোজিত যৌথ শান্তি সমাবেশ। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাড়া কোনো নির্বাচন হবে না। আমাদের এক দফা দাবি, তা হলো শেখ হাসিনার অধীনে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন। যেখানে বিএনপির (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) এক দফা দাবি শেখ হাসিনার পদত্যাগ, আমাদের দাবি উল্টো। রাজধানী ঢাকার বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেটে বিএনপির পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর শাখা আযোজিত যৌথ শান্তি সমাবেশে বিএনপির সরকার পতনের এক দফা আঃেদালনের কথা উল্লেখ করে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির এক দফা দাবি শেখ হাসিনার পদত্যাগ। শেখ হাসিনাকে ছাড়া আমাদের নির্বাচন হবে না। বিএনপি জানে তারা নির্বাচনে হেরে যাবে। শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তার মুখে তারা ভেসে যাবে। তাই তারা শেখ হাসিনাকে হিংসা করে। ওবায়দুল কাদের বলেন, উন্নয়ন শেখ হাসিনার অপরাধ। তাঁর অপরাধ তিনি ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। বিএনপির একটি স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, তারা এখন আবার স্বপ্ন দেখছে। তিনি প্রশ্ন করেন, তারা কী স্বপ্ন দেখছে, শেখ হাসিনার পদত্যাগ? ওবায়দুল কাদের বলেন, আপনারা (বিদেশি প্রতিনিধিদল) অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান। আমরাও তা চাই। যে কেউ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করলে তা প্রতিহত করা হবে। তিনি বলেন, তাদের এক দফা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন এবং এই লক্ষ্য অর্জনে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। দলের নেতাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, নির্বাচন পর্যন্ত খেলা চলবে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে কোনো অপশক্তি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। সমাবেশে ওবায়দুল কাদের দলের নেতাদের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি পালন করতে বলেন এবং সব উপসংগঠনের নেতাদের সমাবেশ করার নির্দেশ দেন। সরকার পতনে এক দফা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের বাংলাদেশের সরকার বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে এক দফা আঃেদালনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামী ১৮ ও ১৯ জুলাই দুই দিনের পদযাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দলের ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ শাখা আযোজিত এক সমাবেশে ফখরুল এ ঘোষণা দেন। ১৮ জুলাই এক দফা দাবি আদায়ে সারা দেশের সকল মহানগর ও জেলায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে এবং একই দিন ঢাকায় সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত গাবতলী থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত একই কর্মসূচি পালিত হবে। ১৯ জুলাই সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত উত্তরার আবদুল্লাহপুর থেকে ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত একই ধরনের কর্মসূচি পালন করবে দলটি। বিএনপির এই সমাবেশে যোগ দিতে বুধবার সকাল থেকেই ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে দলের শীর্ষ নেতাদের ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল নিয়ে নয়াপল্টন দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হতে থাকেন নেতাকর্মীরা। দলের ডাকে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে হাজার হাজার নেতাকর্মী ভিড় করেন। বিএনপি ছাড়াও আরও ৩৬টি সমমনা রাজনৈতিক দল নির্দলীয় সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে এক দফা আঃেদালনের ঘোষণা দিয়েছে।

মানেকে ছেড়ে দিতে চায় বায়ার্ন

সেনেগাল (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিভারপুলের হয়ে সম্ভাব্য সব ট্রফি জেতার পর গত মৌসুমে বায়ার্ন মিউনিখে এসেছিলেন সাদিও মানে। অনেকেই তখন ভেবেছিলেন, বায়ার্নে রবার্ট লেভানডফস্কির অভাব এই মানেকে দিয়েও পূরণ হবে। তবে এক মৌসুম পর সেই ভাবনাকে ভুলই বলতে হচ্ছে। বায়ার্নের হয়ে চোটে জর্জরিত এক মৌসুমে প্রত্যাশা পূরণে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন মানে। দলকে পথ দেখানো দূরে থাক, উল্টো সতীর্থ লিরয় সানের সঙ্গে মারামারি করে হয়েছেন বিতর্কিত। এখন নাকি সেনেগালের এই তারকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বায়ার্ন, খবর জার্মান ম্যাগাজিন কিকারের। এই ম্যাগাজিনের দাবি, এরই মধ্যে এই সিদ্ধান্ত মানেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিন বছরের চুক্তিতে লিভারপুল ছেড়ে বায়ার্নে পাড়ি দিয়েছিলেন মানে। বুন্দেসলিগায় নিজের অভিষেক ম্যাচে গোলও পেয়েছিলেন এই ফুটবলার। সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই এগোচ্ছিল, তবে বিশ্বকাপের ঠিক ১৩ দিন আগে বুন্দেসলিগায় ভেরডার ব্রেমেনের বিপক্ষে চোট পান মানে। যে চোটে বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যায় মানের। বায়ার্নের হয়েও ৯টি ম্যাচ মিস করেন মানে। পরে জার্মান ফরোয়ার্ড লিরয় সানেকে ঘুষি মেরে ঠোঁট ফাটানোর ঘটনায় তাঁকে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল বায়ার্ন কর্তৃপক্ষ। এসবের প্রভাব পড়ে তাঁর দামেও, যা এক বছরে কমেছে ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। এর মধ্যে মানের দাম কমেছে ৬৪.৩ শতাংশ।

সব মিলিয়ে জার্মান ফুটবলে সময়টা খুব ভালো কাটেনি সেনেগালের এই তারকার। মৌসুমে ৩৮ ম্যাচ খেলে গোল করেছেন মাত্র ১২টি। সে কারণেই মূলত মানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চায় বায়ার্ন। মানেকে দেওয়া বেতন ও তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার ট্রান্সফার ফি অন্য কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চায় তারা।

দলবদলের বাজারে দাম কমেছে সাদিও মানে, মোহাম্মদ সালাহ, পল পগবাদের

মানে বায়ার্ন কোচ টমাস টুখেলের পরিকল্পনাতে নেই বলেই বায়ার্ন হ্যারি কেইনকে বড় অঙ্কের প্রস্তাব দিয়ে দলে ভেড়াতে চাচ্ছে বায়ার্ন। কেইনকে নিতে বেশি আগ্রহী বায়ার্ন। শুরুতে তারা কেইনের জন্য সাত কোটি ইউরোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এ দামে বনিবনা না হওয়ায় অঙ্কটা বাড়িয়ে এখন আট কোটি ইউরো করা হয়েছে বলে জানিয়েছে একাধিক ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যম। মানেকে বায়ার্ন ছেড়ে দিলে তাঁর গন্তব্য হতে পারে সৌদি আরব। সৌদি আরব ৩১ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে লোভনীয় অফার দিতে পারে বলে জানিয়েছে জার্মান ম্যাগাজিন কিকার।

তিনি অশ্বিন বলেই এমন ভাবতে পারেন

ডমিনিকাঃ ধরুন, আপনি পাড়ার ক্রিকেট দলের খুব গুরুত্বপূর্ণ বোলার। সামনেই কোনো এক টুর্নামেন্টের ফাইনাল। যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ বোলার, তাই ফাইনালটা যে খেলবেন, সে বিষয়ে আপনার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ফাইনালের দিন দেখা গেল উল্টো কাণ্ড, একাদশেই জায়গা হয়নি! এই অবস্থায় আপনি কী করবেন? প্রচণ্ড ক্ষোভের উদ্‌গিরণ ঘটানোই স্বাভাবিক। কিন্তু সবাই এমন নয়। কেউ কেউ রবিচন্দ্রন অশ্বিনও হতে পারেন।

গত জুনের শুরুতে ফিরে তাকান। ৭ জুন ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। সেদিন ভারতের একাদশে অশ্বিনকে না দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিলেন সবাই। যাঁদের মধ্যে সুনীল গাভাস্কার নামের একজনও ছিলেন। যিনি যৌক্তিক প্রশ্নটাই তুলেছিলেন, বিশ্বের কোনো দল কি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা বোলারকে বাইরে রাখবে? হ্যাঁ, অশ্বিন এখনকার মতো তখনো আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ছিলেন আর ভারত ২০৯ রানে ফাইনাল হেরেছিল।

ফাইনালে দলে জায়গা না পাওয়ায় অশ্বিনের যে মন খারাপ হয়েছিল, এটা না বললেও চলে। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা মস্তিষ্কের এই মন খারাপের মধ্যেও উপলব্ধিটা একটু অন্য রকম ছিল। ফাইনালে হারের পরপরই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, 'আমি পড়ে যাইনি, বলতে পারেন হোঁচট খেয়েছি। আগেও আমি এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি, তাই এই ঘটনা ভুলে এগিয়ে যাব।' ভাবতে পারেন, এগুলো স্রেফ কথার কথা, মনের ক্ষোভ লুকিয়ে লোকদেখানো সৌজন্যতা। কিন্তু অশ্বিনের ক্ষেত্রে এই ভাবনা ভুল হবে।

ডমিনিকা টেস্টে কাল প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমে অশ্বিনের বলা কথাগুলো শুনলে ভুল ভাঙবে। ভারতীয় অফ স্পিনার বলেছেন, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বাদ পড়ার পর তাঁর সামনে দুটো পথ খোলা ছিলরাগটা পুষে রেখে প্রতিবাদ করা অথবা এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া। অশ্বিন দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছিলেন এবং নিজে বাদ পড়েও ড্রেসিংরুমের পরিবেশ 'ফুরফুরে' রাখার চেষ্টা করেছিলেন ফাইনালে। এরপর টেস্ট দলে ফিরেই 'নিজের সেরাটা নিংড়ে দিয়েছেন।' ক্রিকেটে তো টিমম্যানশিপ নিয়ে প্রচুর কথা হয়। সেখানে অশ্বিনকে কত নম্বর দেবেন?

ডমিনিকা টেস্ট দিয়ে ভারতের দলে ফেরা অশ্বিন ম্যাচের প্রথম দিনে নিজেকে কতটা নিংড়ে দিয়েছেন, তা জানাচ্ছে পরিসংখ্যানও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাত্র ১৫০ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার মূলে অশ্বিনের বোলিং, ২৪.৩-৬-৬০-৫। টেস্টে ৩৩তম বারের মতো ৫ উইকেট। ভারতের তৃতীয় বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছুঁয়েছেন ৭০০ উইকেটের মাইলফলক। বাকি দুজন হরভজন সিং ও অনিল কুম্বলে।

মোট ৭১১ উইকেট নেওয়া 'ভাজ্জি'কে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে টপকে যাবেন অশ্বিন। কুম্বলের ৯৫৬ কি ছুঁতে পারবেন? সেটা সময়ই বলে দেবে, তবে এই তিনজনের দিকে তাকালে একটি পরম্পরা ভেসে ওঠে। কুম্বলে যাওয়ার পর স্পিন বিভাগে ভারতীয়দের প্রত্যাশার ভার টানতে হয়েছে হরভজনকে। আর হরভজনের পর সেই দায়িত্ব এখন অশ্বিনের। 'হোঁচট' খেতে খেতে সেই অশ্বিন এখন আরও উঁচুতে। কতটা? পরিসংখ্যান এখন তাঁকে ভারতীয়দের মধ্যে তিনে রাখলেও ক্রিকেট নিয়ে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেটি মাপার কোনো স্কেল থাকলে অশ্বিন নিঃসন্দেহে অনেক ওপরেই থাকতেন।

প্রথম দিনের খেলা শেষে অশ্বিন বলেছেন, 'আরও ভালো করার সার্বক্ষণিক চেষ্টা'ই তাঁকে সব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও টিকিয়ে রেখেছে। এরপর বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, 'এমন কোনো মানুষ কিংবা ক্রিকেটার নেই যে সব সময় ভালো পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই গিয়েছেন, কখনো খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েননি। বাজে সময় আপনাকে দুটো পথ দেখাবেহয় আপনি ক্ষোভে প্রতিবাদ জানাবেন এবং আরও নিচে নামবেন, অথবা সেখান থেকে শিক্ষা নেবেন। আমি এমন কেউ যে সব সময় বাজে পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেয়। এই যে একটা ভালো দিন গেল, তারপর কী? একটু ভালো খাবার খাব, পরিবারের সঙ্গে কথা বলব, তারপর সবকিছু ভুলে যাব। কারণ, এটা আমরা জানি, আগামীকাল আরও ভালো করার জন্য উন্নতির জায়গা আছে।'

অশ্বিনের পরের কথাগুলো দার্শনিকসুলভ, 'ভালো করার সার্বক্ষণিক চেষ্টাই আমাকে খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও টিকিয়ে রেখেছে। তবে এটা সহজ কিছু নয়। কষ্টসাধ্য কাজ। তবে আমি এমন সব বাজে সময়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ, এসবের মুখোমুখি না হলে জীবনে সাফল্যের দেখা পেতাম না।'

এই যে ভালো করার অহর্নিশ চেষ্টা, সেটাই তাঁকে ভারতের দ্রুততম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ৭০০ উইকেটের মাইলফলকের দেখা পাইয়ে দিয়েছে। অশ্বিনের লাগল ২৭১ ম্যাচ, হরভজনের লেগেছে ৩৬৫ আর কুম্বলে খেলেছেন ৪০১ ম্যাচ। অর্থাৎ, খারাপ সময় সব সময় খারাপ নয়, তা ভালো কিছু করার প্রসববেদনাও।

সুলতানা-শামীমায় ৫ বছর পর ভারতকে হারাল বাংলাদেশ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ যেন দ্বিতীয় ম্যাচের চিত্রনাট্য মেনেই এগোল এ ম্যাচটিও। টসে জিতে আগে ব্যাটিং করা ভারত আটকে গেল কম রানের মধ্যে, আবারও র‍্যাঙ্কিংয়ের চার নম্বর দলকে হারানোর দুয়ার ভালোভাবেই খুলে গেল বাংলাদেশের সামনে। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে রান তাড়ায় পথ হারালেও এবার শামীমা সুলতানা, নিগার সুলতানা, সুলতানা খাতুন, নাহিদা আক্তাররা পথ দেখিয়েছেন বাংলাদেশকে, এনে দিয়েছেন ৪ উইকেটের স্মরণীয় জয়। ২০১৮ সালের এশিয়া কাপের ঐতিহাসিক ফাইনালের পর ভারতকে আবার হারাল বাংলাদেশ, যেটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজে প্রতিবেশীদের বিপক্ষে তাদের প্রথম জয়। সব মিলিয়ে এটা ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের মেয়েদের তৃতীয় জয়। ভারতের দেওয়া ১০৩ রানের লক্ষ্য বাংলাদেশ পেরিয়ে গেছে ১০ বল হাতে রেখেই। অবশ্য প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আগেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছিল ভারত। রান তাড়ায় বাংলাদেশ অবশ্য আজও শুরুতেই ধাক্কা খায়। ওপেনার সাথি রানি ও তিনে নামা দিলারা আক্তার ফেরেন ৪ ওভারের মধ্যে, দুজনই মিন্নু মানির শিকার। তবে সর্বশেষ ম্যাচে যা করতে পারেনি বাংলাদেশ, এবার করেছে সেটিই-টপ অর্ডারের একজন ইনিংস ধরে রাখেন, মাঝের ওভারগুলোতে একটা বড় জুটিও হয়। অধিনায়ক নিগারের সঙ্গে শামীমা সুলতানার তৃতীয় উইকেট জুটিতে ওঠে ৪৯ বলে ৪৬ রান। সে জুটি ভাঙে দেবিকা বৈদ্যর বলে। শামীমাকে ভালো সঙ্গ দিলেও তখন ফেরেন অধিনায়ক নিগার। ভালো একটা ভিতে দাঁড়িয়ে স্বর্ণা আক্তারের কাছ থেকে দ্রুতগতির একটি ইনিংসই হয়তো আশা করছিল বাংলাদেশ, তবে সেটি পারেননি তিনি। সুইপ করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে জেমিমা রদ্রিগজকে প্রথম উইকেট উপহার দেন স্বর্ণা। স্বর্ণা না পারলেও সুলতানা খেলেন ৮ বলে ১২ রানের ক্যামিও। দেবিকার অফ স্টাম্পের বেশ বাইরের বলে ব্যাট চালিয়ে কাভারে ক্যাচ তুলে ফেরেন সুলতানা। সুলতানার উইকেটের ঠিক পরের বলেই বাংলাদেশকে আরও চাপে ফেলে দেয় শামীমার রানআউট। সিঙ্গেল চুরি করতে গিয়ে ক্রিজের বাইরেই আটকা পড়েন ৪৬ বলে ৪২ রান করা শামীমা। শেষ ১৮ বলে বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল ১৫ রান, দ্বিতীয় ম্যাচের তুলনায় স্বস্তিতেই ছিল স্বাগতিকেরা। রান রেট নাগালের মধ্যে ছিল বলে সেভাবে ঝুঁকি নিতে হয়নি। অভিষিক্ত রাশি কানোজিয়ার করা ১৮তম ওভারে কাজটি আরও সহজ হয়ে আসে বাংলাদেশের। নো বল, এরপর ফ্রি হিটে মারা নাহিদার চারে ওই ওভার শেষে বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল মাত্র ২ রান। পরের ওভারের প্রথম ২ বলে ২ সিঙ্গেলে আসে জয়।

এর আগে ভারতকে শুরুতে চাপে ফেলেন সুলতানা। উইকেটের সহায়তা আদায় করেন এ অফ স্পিনার, সঙ্গে পান ভালো বোলিংয়ের পুরস্কারও। স্মৃতি মান্ধানা স্লিপে ক্যাচ দেন, শেফালি বর্মা ক্যাচ তোলেন লং অনে। ২০ রানে ২ উইকেট হারানো ভারতের ইসিংস পুনর্গঠনের কাজটি অবশ্য ভালোই করেন অধিনায়ক হারমানপ্রিত কৌর ও জেমিমা রদ্রিগজ। হারমানপ্রিত-জেমিমার ৪৫ রানের জুটি ভাঙে পার্টটাইমার স্বর্ণা আক্তারের লেগ স্পিনে, ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হন ২৬ বলে ২৮ রান করা জেমিমা। ভারত অধিনায়ক থাকেন আরও কিছুক্ষণ, যস্টিকা ভাটিয়ার সঙ্গে তাঁর জুটিতে ওঠে ২৬ রান। হারমানপ্রিত থামেন ফাহিমা খাতুনের বলে স্টাম্পিং হয়ে, উইকেটের পেছনে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার বেশ ভালো একটা দিন কাটান।

তখনো ইনিংসে ২৩ বল বাকি, ভারতের স্কোর ৩ উইকেটে ৯১ রান। তবে মিরপুরের ধীরগতির এ উইকেটে নেমেই শট খেলা সহজ নয় মোটেও। নিগারও স্পিনারদের রাখেন শেষের জন্য। ফাহিমার পর নাহিদা আক্তার, রাবেয়া খানের ঘূর্ণিতে শেষ ২৩ বলে ভারত তুলতে পারে মাত্র ১১ রান, হারায় ৬ উইকেট। ২০১৬ সালের পর এই প্রথমবার টানা ২ ম্যাচে ২০ ওভার খেলেও এত কম রানে আটকে গেল ভারত (৯৫/৮ ও ১০২/৯)। রাবেয়া বোলিং শেষ করেন ৪ ওভারে ১৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে। সুলতানা ২ উইকেট নেন ১৭ রানে।

ঘড়ির ব্যবসায় টাকা চাললেন রোনালদো

প্যারিস ঃ বিলাসবহুল ঘড়ির প্রতি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর টান নতুন নয়। পর্তুগিজ তারকার সংগ্রহে রোলেক্স, হাবলট, কার্টিয়ার থেকে ফ্রাঙ্ক মুলেরের দামি ঘড়ি আছে। এবার ঘড়ির প্রতি ভালোবাসাটা আরও এক ধাপ এগিয়ে নিলেন রোনালদো। অনলাইনে ঘড়ি বিক্রির প্ল্যাটফর্ম 'ক্রোনো২৪'-এ টাকা ঢেলেছেন আল নাসর ফরোয়ার্ড। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রোনালদো এ কোম্পানির কিছু শেয়ারের মালিক হয়েছেন। তবে কী পরিমাণ শেয়ার, তা জানানো হয়নি। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেছে, ক্রোনো২৪-এর প্রতিষ্ঠাতা টিম স্ট্রাকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন রোনালদো।

'ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো শেয়ারের মালিক হিসেবে ক্রোনো ২৪-এ যোগ দিয়েছেন।' ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্রোনো২৪ পৃথিবীর প্রায় ৩ হাজার ডিলারের কাছ থেকে ৫ লাখ ৩০ হাজার ঘড়ি নিয়ে তা বিক্রির জন্য প্রদর্শন করেছে। ১২০টি দেশে ঘড়ির বিক্রির জন্য প্রায় ৩০ হাজার ব্যক্তিগত বিক্রয়কর্মীও আছে প্রতিষ্ঠানটির। এখানে কেনা ঘড়ি বিক্রি করা যায়। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে, প্রতি মাসে প্রায় ৯০ লাখ ঘড়িপ্রেমী তাদের সাইটে ঢুঁ মারেন। বিলাসী পণ্যের প্রতি রোনালদোর টান নতুন নয়। তাঁর নিজের সংগ্রহেই মোট ৫০ লাখ পাউন্ড মূল্যের কিছু ঘড়ি আছে। তার মধ্যে ফ্রাঙ্ক মুলের প্রতিষ্ঠানের বানানো হীরকখচিত একটি ঘড়ির দাম ১৬ লাখ পাউন্ড। আছে ৪ লাখ পাউন্ড দামের রোলেক্স জিএমটি-মাস্টার টু মডেলের ঘড়িও। রোনালদোর গ্যারাজে যতগুলো গাড়ি আছে, তার মোট দাম প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ড।

রোনালদো কত টাকা বিনিয়োগ করেছেন, তা জানা যায়নি। টিম স্ট্রাক এ নিয়ে বলেছেন, 'টাকার অঙ্কটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।' রোনালদো এ প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা নিয়ে নিজে বলেছেন, 'ঘড়ির সংগ্রাহক এবং ক্রোনো২৪-এর একজন ক্রেতা হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মালিক হতে পারাটা আমার জন্য আনন্দের।'

বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণর বিরুদ্ধে কথা বলে শাস্তি পেলেন ইস্কনের সাধু

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ জনপ্রিয় ইস্কনের সদস্য একজন হিন্দু সাধু তাঁর বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে সংগঠনের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও তাঁর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। অমোঘ লীলা দাস নামে ৪৩ বছর বয়সী ওই সাধু এর আগে ভক্তদের সামনে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যেহেতু মাছ খেতেন, তাই তিনি একজন 'দিব্য পুরুষ' হতেই পারেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিখ্যাত উক্তি 'যত মত তত পথ'-কেও কটাক্ষ করে ওই সাধু দাবি করেন, যে কোনও পথ ধরে এগোলেই একই গন্তব্যে পৌঁছনো যাবে এটাও একেবারে বাজে কথা। ইউটিউব ও ফেসবুকে তাঁর ওইসব কথাবার্তার ক্লিপ ভাইরাল হয়ে উঠতেই দেশজুড়ে জড়িয়ে থাকা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর লক্ষ লক্ষ অনুগামী ও শিষ্য তীব্র আপত্তি জানাতে শুরু করেন। ইস্কন কর্তৃপক্ষের কাছেও তারা লিখিত প্রতিবাদ জানান।

এরপরই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ ওই বিতর্কিত ভাষণের ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করে টুইট করেন, এই অপব্যাখ্যা ও অসভ্যতা যিনি করছেন ও যে সংগঠনের মঞ্চে হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাই।

বিতর্কে রাজনৈতিক মাত্রা যোগ হওয়ার পর ইস্কন কর্তৃপক্ষ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওই অভিযুক্ত সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতায় ইস্কনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাসের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়, অভিযুক্ত ওই সন্ন্যাসীকে তারা এক মাসের জন্য 'ব্যান' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে। ইস্কন আরও ঘোষণা করে, অমোঘ লীলা দাস ইতিমধ্যেই তাঁর ওই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। আগামী এক মাস তিনি পাহাড়ে গিয়ে নির্জনে 'প্রায়শ্চিত্ত' করবেন এবং বাকি জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবেন না বলেও জানানো হয়। ভারতে আধ্যাত্মিক জগতের একজন গুরু বা ধর্মীয় নেতাকে ঘিরে এই ধরনের বিতর্ক নজিরবিহীন বলা চলে।

সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ কেউ বলছেন, ভারতে ধর্মমূলক আলোচনা বা ডিসকোর্সের ক্ষেত্রেও যে কোনও 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা' নেই এই ঘটনায় সেটাই প্রমাণ হল।

পাশাপাশি অনেকেই আবার মনে করছেন, যে ভাষা ও ভঙ্গীতে তিনি রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দর মতো পূজনীয় ব্যক্তিদের আক্রমণ করেছেন, তাতে তাঁর আরও অনেক কঠোর শাস্তি প্রাপ্য ছিল। ইউটিউবে ইস্কনের ওই সাধুর দেওয়া সাম্প্রতিক এক লাইভ বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, কোনও দিব্য পুরুষ কি জানোয়ার মেরে খাবেন? তিনি কি মাছ খাবেন? মাছকেও তো মারলে তার যন্ত্রণা হয়, না কি?

আর বিবেকানন্দ যদি মাছ খেতেন, তাহলে তো প্রশ্ন উঠবেই একজন সিদ্ধ পুরুষ কি আদৌ মাছ খেতে পারেন? তার তো হৃদয়ে করুণা থাকা উচিত।

বস্তুত বাঙালিরা যে মাছ খান, বাকি দেশে অনেকেই - বিশেষ করে নিরামিষাশীরা সেটাকে খুব ভাল চোখে দেখেন না। ভারতের হিন্দি বলয়ে 'মছলি-খাতা' বা মৎস্যভোজী বলেও বাঙালিকে হেয় করার চল রয়েছে। এই পটভূমিতেই বাঙালির একজন প্রিয় নায়কের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে ব্যঙ্গ করে অমোঘ লীলা দাস আসলে বাঙালির সংস্কৃতিকেই চরম অপমান করছেন বলে বিবেকানন্দর ভক্তরা মনে করছেন।

ইস্কন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো প্রতিবাদপত্রে তারা লিখেছেন, খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে একজন ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। একজন ব্যক্তি নিরামিষ খেয়েও যদি অসৎ জীবন যাপন করেন, তাহলে তার অর্থ কী?

মাছের প্রাণ আছে বলে মাছ খাওয়া যদি অনুচিত হয়, তাহলে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে বলে সব শাকপাতা-ফলমূল খাওয়াও ছেড়ে দেওয়া দরকার - ওই চিঠিতে এমনও যুক্তি দিয়েছেন তাঁরা।

অমোঘ লীলা দাস তাঁর বক্তৃতায় বিবেকানন্দের আর একটি বাণী - 'গীতাপাঠ করার চেয়ে ফুটবল খেলাও ভাল' - সেটিরও তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি মন্তব্য করেন, ভাগবত গীতার চেয়েও ফুটবল খেলা শ্রেষ্ঠ, এমন কথা যদি কেউ বলেন তিনি কি ঠিক বলছেন? না, বলছেন না! ওই একই বক্তৃতার অন্য একটি অংশে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসর একটি বিখ্যাত উক্তি নিয়েও বিস্তর কাটাছেঁড়া করেন। সেটি হল, 'যত মত তত পথ' - ধর্মীয় সাধনার অনেক রাস্তা দিয়ে গিয়েই শেষে ঈশ্বর লাভ সম্ভব, এ কথা বোঝাতেই যে উক্তি করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে ইস্কনের ওই সাধু বলেন, এখন আমি যদি অস্ট্রেলিয়া যাব বলে বেরিয়ে 'যত মত তত পথ' শুনে যে কোনও রাস্তা ধরি, তাহলে তো আমি অ্যান্টার্কটিকা পৌঁছে যাব!

কিংবা ধরুন গঙ্গা নদীর ডাইনে-বাঁয়ে-ওপরে-নিচে যে কোনও দিকে গেলেই মায়াপুর পৌঁছে যাব - এরকম আবার হয় না কি?

অমোঘ লীলা দাসের বক্তব্যের এই অংশটুকু টুইট করে কলকাতার সাংবাদিক ইন্দ্রজিৎ কুন্ডু টুইট করেছেন, রামকৃষ্ণ আজ বেঁচে থাকলে এই অপব্যাখ্যা শুনে বলতেন ঃ বাছা, তোর চৈতন্য হোক!

ইস্কনের যে সাধু এখন এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে, সেই অমোঘ লীলা দাস নিজের টুইটার বায়োতে একজন 'লাইফস্টাইল কোচ, মোটিভেশনাল স্ট্র্যাটেজিস্ট ও স্পিরিচুয়াল অ্যাক্টিভিস্ট' হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

৪৩ বছর বয়সী এই সাধু গত এক যুগ ধরে ইস্কনের (ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস) সঙ্গে যুক্ত। গতকাল পর্যন্তও তিনি দিল্লিতে ইস্কনের দ্বারকা শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। এর আগে একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, লখনৌর একটি পাঞ্জাবি পরিবারে তাঁর জন্ম এবং তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল আশিস অরোরা।

দিল্লি কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে স্নাতক ডিগ্রি পেয়ে তিনি মার্কিন একটি বহুজাতিক কর্পোরেশনে চাকরিতেও ঢুকেছিলেন।

কিন্তু বছরকয়েক চাকরি করার পরই কর্পোরেট দুনিয়া ছেড়ে মাত্র ২৯ বছর বয়সে একজন ব্রহ্মচারী হিসেবে তিনি ইস্কনে যোগ দেন। বিগত কয়েক বছরে সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁর লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার তৈরি হয়েছে, ইউটিউব বা ফেসবুকে দেওয়া তাঁর অজস্র ধর্মীয় বা অনুপ্রেরণামূলক ভিডিও ভাইরালও হয়েছে।

কিন্তু এখন স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণকে আক্রমণের নিশানা করেই তিনি চরম বিপদে পড়েছেন।

ইস্কন কর্তৃপক্ষও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণকে নিয়ে অমোঘ লীলা দাস যা যা বলেছেন তারা তার একটি কথাও সমর্থন করেন না।

বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা বিবিসি উপস্থাপক হিউ এডওয়ার্ডস কে?

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ আপত্তিকর ছবিকে কেন্দ্র করে বিবিসির যে উপস্থাপককে নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে যে নানা অনুমান ও জল্পনা-কল্পনা চলছিল, শেষ পর্যন্ত তার নাম প্রকাশ পেয়েছে।তিনি হলেন ব্রিটেনের অন্যতম হাই প্রোফাইল উপস্থাপক হিউ এডওয়ার্ডস।

যে কোন বড় জাতীয় ঘটনার খবরের প্রধান পরিবেশনায় বিবিসির প্রথম পছন্দ হিসেবে কাজ করে আসছিলেন তিনি, অর্থাৎ বিবিসির কাছে তার গুরুত্ব অনেক।

দর্শকদের কাছে বিশ্বস্ত হিউ এডওয়ার্ডস পর্দায় তার শান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ উপস্থাপনার খ্যাতি গত প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তৈরি করেছেন।

তিনি গত বুধবার এডিনবরা থেকে রাজা চার্লসকে স্বাগত জানাতে স্কটল্যান্ডের প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ পরিবেশনা করছিলেন, যেটি এই স্ক্যান্ডাল আলোচনায় আসার আগে বিবিসি নিউজে ছিল তার শেষবার অন এয়ারে থাকা। এরপর এক সপ্তাহের মধ্যেই ৬১ বছর বয়সী এই ব্রডকাস্টারের ক্যারিয়ারই পড়ে গেল ভয়াবহ চাপের মুখে, যখন তার স্ত্রী এক বিবৃতিতে এই বিবিসি প্রেজেন্টারের নাম প্রকাশ করে জানালেন তিনি এক বড়সড় মানহানিকর অভিযোগের মুখে পড়েছেন।

দ্য সান পত্রিকা দাবি করেছে যে তিনি যৌন উত্তেজক ছবির জন্য অল্প বয়সী একজনকে অর্থ প্রদান করেছেন। পুলিশ বলছে, এডওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে কোনো পুলিশি পদক্ষেপ নেয়া হবে না।

তার স্ত্রী ভিকি ফ্লিন্ড জানিয়েছেন বর্তমানে হিউ এডওয়ার্ডস 'মারাত্মক মানসিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা' নিয়ে হাসপাতালে আছেন। তিনি যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠলে নিজেই এ সমস্ত অভিযোগের জবাব দেবেন।

হিউ এডওয়ার্ডস ১৯৮৪ সালে ট্রেইনি হিসেবে বিবিসি নিউজে যোগদান করেন এবং সেখান থেকে বিবিসি ওয়েলসে রাজনৈতিক রিপোর্টার হিসেবে চাকরি পাকা করেন। আর এর দুই বছরের মাথায় তিনি বিবিসি ওয়েলসের পার্লামেন্ট বিষয়ক সংবাদদাতায় পরিণত হন।

১৯৯০ সালের শুরুর দিকেই তিনি হয়ে উঠেন ওয়েস্টমিনিস্টারের প্রধান রাজনৈতিক করেসপন্ডেন্ট। এরপর ১৯৯৭ সালে বিবিসি নিউজ চ্যানেল চালুর পর থেকেই তিনি এর নিয়মিত মুখ হয়ে ওঠেন, তখন এর নাম ছিল বিবিসি নিউজ টোয়েন্টি ফোর।

শুরুর দিকে চ্যানেলটি যথেষ্ট কারিগরি সমস্যার মধ্য দিয়ে যায়, কিন্তু এডওয়ার্ডসের আত্মবিশ্বাস এবং কঠিন সময়ে তার সর্বোচ্চ মাত্রার পারফরম্যান্স বিবিসির উপরমহলকে সন্তুষ্ট করে।

একই সময়ে এডওয়ার্ডস বিবিসি ওয়ানের সিক্স ও'ক্লক নিউজ, যেটা ছিল যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বেশি দেখা নিউজ বুলেটিন, সেটার বদলি প্রেজেন্টার হিসেবেও কাজ করছিলেন, তবে ১৯৯৯ সালের দিকে তিনি এই অনুষ্ঠানের একজন প্রধান উপস্থাপক হয়ে ওঠেন।

চার বছর পর তার পদন্নতি হয় টেন ও'ক্লক নিউজে, যেটাকে বিবিসির ফ্ল্যাগশিপ বুলেটিন হিসেবে দেখা হয়। এরপর ক্রমেই বিবিসির হয়ে তার চাহিদা বাড়তে থাকে প্রধান সব জাতীয় ঘটনার উপস্থাপনা ও বর্ণনায়।

যার মধ্যে আছে ২০১১ সালে ডিউক ও ডাচেস অফ কেমব্রিজের (সে সময় তাদের এভাবেই পরিচিতি ছিল) বিয়ের অনুষ্ঠান, ডিউক অফ এডিনবরার শেষকৃত্য (২০২১), রাণীর ডায়মন্ড ও প্লাটিনাম জুবিলি (২০১২ ও ২০২২) এবং এ বছর রাজা চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠান।

এছাড়া ২০১৩ সালে যখন নেলসন ম্যান্ডেলা মারা যান ২০১৩ সালের সে সময় তিনি অন এয়ারে ছিলেন এবং ২০১৬ সালে ব্রেক্সিট ভোটাভুটির ফল প্রকাশে তিনি সহ উপস্থাপনার কাজ করছিলেন।

তবে এডওয়ার্ডসের এই দীর্ঘ প্রেজেন্টেশন ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় মূহুর্তটা আসে সম্ভবত গত সেপ্টেম্বরে, যখন তিনি রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মারা যাওয়ার খবর ঘোষণা করেন। রাণীর স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে এরকম খবর ছড়িয়ে পড়লে তিনি সেদিন বেশ আগে আগেই তার শিফট শুরু করেন। দুপুর দুইটা থেকে টানা সংবাদ উপস্থাপনা করছিলেন, এরপর সন্ধ্যায় যখন জাতিকে রাণীর মৃত্যু সংবাদটি জানান সেসময় কালো টাই পরে ছিলেন। এরপর তিনি প্রয়াত রাণীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের কাভারেজ দেন। দর্শকরা তার ভীষণ প্রশংসা করে, যা তাকে ও তার কলিগদের এনে দেয় টিআরআইসি পুরস্কার যেটা গতমাসেই তিনি গ্রহণ করেছেন। প্রধান রাজকীয় ঘটনাগুলো ছাড়াও সাম্প্রতিক সময় এডওয়ার্ডস ছিলেন সাধারণ নির্বাচন সংক্রান্ত খবরে বিবিসির প্রধান পরিবেশক। ওয়েলসের এই ব্রডকাস্টার বিবিসির শীর্ষ উপার্জনকারীদেরও অন্যতম। ২০১৭ সালে যখন বিবিসি প্রথমবারের মতো পার্লামেন্টে তাদের তারকা প্রেজেন্টারদের বেতন প্রকাশে বাধ্য হয়, তখন দেখা যায় যে এডওয়ার্ডসের বেতন ছিল ৫৫০,০০০ পাউন্ড।

কিন্তু নারী ও পুরুষ তারকাদের বেতন বৈষম্য এবং শীর্ষ প্রতিভাদের উপর বিবিসি কি পরিমাণ অর্থ খরচ করছে তা নিয়ে নানা সমালোচনা ও একের পর এক নেতিবাচক শিরোনামে, এডওয়ার্ডস তার বেতন কমিয়ে আনেন এবং ৬ বছর পর তার বেতন দাঁড়ায় ৪৩৫,০০০ পাউন্ড। ২০১২ সালে জেমস বন্ড চলচ্চিত্র স্কাই ফলে এক অতিথি চরিত্রে তাকে দেখা যায়, যেখানে তিনি ব্রিটিশ ইন্টিলিজেন্স সার্ভিস এমআইসিক্সটিন-এর উপর হামলা হয়েছে এরকম খবর বিবিসিতে উপস্থাপনা করেন।

২০২১ সালে বিবিসি রেডিও কামরিতে এক সাক্ষাৎকারে এডওয়ার্ডস হয়তো আর খুব বেশিদিন বিবিসির প্রধান সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে কাজ করবেন না এমন আভাস দেন।

রাতের সংবাদ উপস্থাপনা যা ২০ বছর ধরে আমি করে আসছি, বেশ মানসিক চাপের এটি, যদিও এ কাজটা আমি এখনো উপভোগ করছি, বলেন তিনি। কিন্তু আমার মনে হয় না আর খুব বেশিদিন আমি এটি করবো, আমার মনে হয় দর্শকদের বদলেরও একটা দরকার আছে।

একই বছর নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে এডওয়ার্ডস একটা ওয়েলস ভাষার তথ্যচিত্র তৈরি করেন যেখানে তিনি জানান তিনি প্রায় ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানসিক অবসাদে আক্রান্ত এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে লড়তে গিয়ে তাকে 'শয্যাশায়ী' পর্যন্ত হতে হয়েছে।

কিন্তু বিবিসিতে এই দীর্ঘ সফল ক্যারিয়ারের পর এখন এডওয়ার্ডসকে নিয়ে মারাত্মক কিছু প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার সান যখন এই সংবাদটি প্রকাশ করে যে বিবিসির এক প্রেজেন্টার কিছু যৌন উত্তেজক ছবির জন্য এক ব্যক্তিকে বিরাট অংকের অর্থ দিয়েছেন, তখন থেকেই এই আলোচনাটি চলছিল যে সেই প্রেজেন্টার কে হতে পারেন।

এরপর কয়েক দিন ধরে সান এবং পরে বিবিসিও এই অভিযোগ নিয়ে নানা খবর প্রকাশ করে এটিকে শিরোনামে রাখে।অবশেষে বুধবার তার স্ত্রী ভিকি ফ্লিন্ড এডওয়ার্ডসের পক্ষ হয়ে তার পরিচয় নিশ্চিত করলেন, জানান তিনি এটা করছেন প্রথমত তার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে'' এবং তাতের পাঁচ সন্তানের সুরক্ষায়।

ভিকি বলেন, হিউ মারাত্মক মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত, গত কদিনের ঘটনা এটিকে আরো খারাপ করেছে, আরেকবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি এবং এখন হাসপাতালে ভর্তি থেকে তাকে সেবা নিতে হচ্ছে যেখানে আরো বেশ কিছুদিন তাকে থাকতে হবে।

যখন তিনি ভালো বোধ করবেন, তিনি নিজেই যে খবরগুলো প্রকাশিত হয়েছে তাকে নিয়ে সেগুলোর জবাব দেবেন।

টুকরো খবর

পশ্চিমা সাহায্যের জন্য ইউক্রেনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ বলছেন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিশ্বের ধনী দেশগুলোর জোট জি-সেভেনের নেতারা ইউক্রেনকে দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে একমত হয়েছেন। লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে দুদিন ধরে অনুষ্ঠিত পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিরক্ষা জোট নেটোর বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিনে জি-সেভেনের নেতারা এই অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন ইউক্রেন যাতে স্থলে, সমুদ্রে এবং আকাশে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে সেজন্য সাহায্য করার ব্যাপারে জি-সেভেনের সদস্য দেশগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জি-সেভেনের এই ঘোষণার সমালোচনা করেছে রাশিয়া। ক্রেমলিন বলছে তাদের এই উদ্যোগের ফলে রাশিয়ার নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হবে। জি-সেভেনের ঘোষণাকে তারা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছে।

এই সম্মেলনে অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও। জি-সেভেনের এই ঘোষণাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন।

কিন্তু এর আগে পর্যাপ্ত সামরিক সাহায্য না পাওয়ার কথা উল্লেখ করে মি. জেলনস্কি হতাশা প্রকাশ করেন এবং বলেন, জি-সেভেনের এই ঘোষণা নেটোর সদস্য হওয়ার বিকল্প হতে পারে না।

রাশিয়ার প্রতিবেশী ইউক্রেন কয়েক বছর আগে থেকেই তাদেরকে

নেটোতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করার পর কিয়েভের এই দাবি আরো জোরালো হয়েছে।

ইউক্রেন এখনই নেটোর সদস্য হতে চায় কারণ এই জোটের সংবিধানের পাঁচ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে এর কোনো একটি সদস্য দেশ আক্রান্ত হলে বাকি দেশগুলো তাকে নিজেদের ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করবে এবং আক্রান্ত দেশকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। কিন্তু সংবিধানে এও বলা আছে যে কোনো দেশ যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে তাকে সদস্য করা যাবে না।

ইউক্রেনকে এখনই সদস্য না করার কারণে কিয়েভের দিক থেকে নেটোর সমালোচনা করা হচ্ছিল। তারা চাইছিল ইউক্রেনকে সদস্য করার ব্যাপারে এবারের সম্মেলনে যেন সুনির্দিষ্ট কিছু ঘোষণা করা হয়। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও নেটোর সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন এবিষয়ে নেটোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, নেটোতে ইউক্রেনের যোগদানের বিষয়ে বিস্তারিত ঘোষণা না দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সম্মেলনে নেটোতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এমনকি দেশটিকে কবে নাগাদ সদস্য করা হতে পারে তার কোনো সময়ও উল্লেখ করেনি। অন্যদিকে রাশিয়ার আক্রমণ মোকাবেলায় পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট সামরিক সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগের ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইউক্রেনকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

পশ্চিমা দেশগুলো এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনকে যে সাহায্য দিয়েছে তার জন্য আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তিনি কিয়েভের প্রতি আহবান জানান।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেস নেটোর সম্মেলনে সাংবাদিকদের বলেন, ইউক্রেন যখন যুদ্ধ করছে, তাদেরকে এটাও মনে রাখতে হবে যে তারা বিভিন্ন দেশকে তাদের নিজেদের মজুদ থেকে অস্ত্র দিতে বলছে। ইউক্রেনের কাছে লোকজন আরো কৃতজ্ঞতা দেখতে চায়, বলেন তিনি।

মি. ওয়ালেস বলেন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা গত বছর ব্রিটেনের কাছে অস্ত্র চাইলে তিনি তাদেরকে বলেছিলেন. আমরা তো আমাজন (অনলাইন সুপারমার্কেট) নই।

পরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বেশ কয়েকবারই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এদিকে নেটোর এই সম্মেলন চলাকালে ইউক্রেনের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে রাশিয়া। ইউক্রেন বলছে তারা রাজধানী কিয়েভ লক্ষ্য করে সোমবার রাতে ছোড়া ১১টি ড্রোন গুলি করে ধ্বংস করেছে। আগের রাতেও কিয়েভে একই ধরনের হামলা চালানো হয়েছে। ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে রাজধানীর বাইরে অন্যান্য এলাকাতেও যাতে বেশ কিছু লোক আহত হয়েছে। ইউক্রেন বলছে মঙ্গলবারেও তারা রাশিয়ার ২০টি ড্রোন ধ্বংস করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর শহর ওডেসাতে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
14:07:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

বিএনপির সরকার পতনের এক দফা, আওয়ামী লীগের পাল্টা ঘোষণা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ 'সরকারের পদত্যাগের এক দফা' দাবিতে সমমনা দল ও জোটকে সাথে নিয়ে যুগপৎ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে ঢাকাসহ সারাদেশে জেলা ও মহানগরে পদযাত্রা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির এ ঘোষণার পরপরই পাল্টা ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগ বলেছে শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং শেখ হাসিনাই তাতে নেতৃত্ব দিবেন। বুধবার নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ থেকে 'সরকারের পদত্যাগের এক দফা' কর্মসূচি ঘোষণা করে দলের মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে তাদের এখন একটাই কাজ তাহলো বর্তমান সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া।

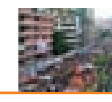

যুগপৎ ধারায় বৃহত্তম গণআন্দোলনের এক দফা ভোটাধিকার হরণকারী কর্তৃত্ববাদী, অবৈধ সরকারের পদত্যাগ। আর কোন দফা নেই। ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য যুগপৎ আন্দোলনের ঘোষণা দিচ্ছি, সমাবেশে এ বক্তব্য দিয়ে মি. আলমগীর আগামী ১৮ ও ১৯শে জুলাই ঢাকাসহ সারাদেশে পদযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বিএনপির সমমনা দলগুলোও আলাদাভাবে একই ঘোষণা ও কর্মসূচি প্রকাশ করেছে। এদিকে মিস্টার আলমগীরের 'এক দফা' ঘোষণার সময় বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেইটে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন দলটির সাধারণ ওবায়দুল কাদের।

বিভিন্ন দেশ ইউক্রেনকে নতুন আর কীধরনের অস্ত্র দিচ্ছে

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য নেটোর সদস্য দেশগুলো দেশটিকে আরও অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ পাঠানোর কথা বিবেচনা করছে।

ইউক্রেনকে সবচেয়ে বেশি সামরিক সহায়তা দেয় আমেরিকা ‒ তালিকায় এর পরেই আছে ক্রমান্বয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ), জার্মানি আর যুক্তরাজ্য।

ইউক্রেনকে কী পরিমাণ সামরিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে তার হিসাব রাখে কিয়েল ইন্সটিটিউট, তবে এই সংস্থায় তথ্যউপাত্তের যে হিসাব রয়েছে তা মে মাসের শেষ পর্যন্ত দেওয়া দানের হিসাব। এরপর আমেরিকা ইউক্রেনের জন্য নতুন এক থোক সামরিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে, যার পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি ডলার।

আমেরিকা আরও নিশ্চিত করেছে যে তারা ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা দেবে, যা একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ এবং যা নিয়ে নেটো জোটের কিছু কিছু সদস্য দেশের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়েছে।

ইউক্রেন ফ্রান্সের কাছ থেকেও ক্ষেপণাস্ত্র পাবে ‒ যা যুক্তরাজ্য থেকে সম্প্রতি পাঠানো স্টর্ম শ্যাডোস ক্ষেপণাস্ত্রের সমতুল্য।

ইউক্রেনকে ইতোমধ্যেই কয়েক ডজন ট্যাংক দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। ইউক্রেন বলছে তাদের এলাকাগুলো সুরক্ষার এবং রুশ সৈন্যদের পেছু হঠানোর জন্য এগুলো জরুরিভাবে প্রয়োজন।

ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ লেপার্ডটু ট্যাংক ব্যবহার করে থাকে। এই ট্যাংকের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ তুলনামূলকভাবে সহজ বলে মনে করা হয়। এছাড়াও এই ট্যাংক অন্য পশ্চিমা ট্যাংকগুলোর তুলনায় জ্বালানি ব্যবহার করে কম।

রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর প্রথম কয়েক মাস সামরিক জোট নেটোর সদস্য দেশগুলো ইউক্রেনকে পুরনো ট্যাংক সরবরাহ করাই সঠিক মনে করেছে। এসব ট্যাংক সাবেক ওয়ারস চুক্তির অধীনে ব্যবহার করা হয়েছিল।

ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী জানে কীভাবে এগুলো চালাতে হয়, কীভাবে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এছাড়াও এইসব ট্যাংকের যথেষ্ট যন্ত্রাংশ ইউক্রেনের কাছে ছিল।

আধুনিক পশ্চিমা ট্যাংকগুলো ব্যবহারের দিক দিয়ে অনেক বেশি জটিল এবং সেগুলোর দেখভাল করাও কঠিন।

রাশিয়ার অবস্থানের ওপর ইউক্রেনের সাম্প্রতিক হামলার একটি ফুটেজ থেকে দেখা যাচ্ছে অন্তত একটি লেপার্ড ট্যাংক এবং বেশ কয়েকটি ব্র্যাডলি ট্যাংক ইউক্রেন বাহিনী ইতোমধ্যেই যুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

নেটো জোটের মধ্যে যুক্তরাজ্য এ ব্যাপারে প্রথম পথ দেখিয়ে তাদের প্রধান যুদ্ধ ট্যাংক চ্যালেঞ্জার টু ইউক্রেনকে দেবার প্রস্তাব করেছে।

চ্যালেঞ্জার টু ট্যাংক তৈরি করা হয় ১৯৯০এর দশকে। কিন্তু ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে অন্য যেসব ট্যাংক আছে সেগুলোর তুলনায় চ্যালেঞ্জার টু অনেক বেশি উন্নত ও আধুনিক।

রুশ আক্রমণের আগে ইউক্রেন ওয়ারস প্যাক্টের অধীনে ডিজাইন করা টি সেভেন্টিটু ট্যাংক ব্যবহার করত। ২০২২এর ফেব্রুয়ারির পর পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র এবং ছোট ছোট আরও কয়েকটি দেশ থেকে ইউক্রেন ২০০'র বেশি টি৭২ ট্যাংক পেয়েছে।

আমেরিকা ইউক্রেনে ৩১টি অ্যাব্রামস ট্যাংক পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই ট্যাংককে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ট্যাংক বলে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন ইউক্রেনিয় সৈন্যরা যাতে অবিলম্বে এই ট্যাংক ব্যবহার করতে পারে তার জন্য আমেরিকা তাদের এখনই প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করবে, কিন্তু কবে নাগাদ আমেরিকা আদতে সেই ট্যাংক সরবরাহ করবে তা এখনও অস্পষ্টই রয়ে গেছে।

ইউক্রেনের সৈন্যরা গ্রীষ্ম মরশুম শেষ হবার আগেই অ্যাব্রামস ট্যাংক ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ শেষ করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং আমেরিকান সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ওই সময় নাগাদ ট্যাংকগুলো ইউক্রেনে পৌঁছবে এমন মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের ব্যাপক সামরিক সরঞ্জাম, সেগুলো সমন্বিতভাবে মোতায়েন করা এবং সেগুলো কার্যকর রাখার জন্য প্রয়েজনীয় সবরকম রসদ ও ব্যবস্থা তৈরি রাখা।

বহু ধরনের যেসব সাঁজোয়া যান ইউক্রেনকে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি হল স্ট্রাইকার যান। আমেরিকা নিশ্চিত করেছে যে তারা ইউক্রেনে ৯০টি স্ট্রাইকার সাঁজোয়া যান পাঠাচ্ছে।

আমেরিকা ইউক্রেনকে অন্যান্য আরও যেসব লড়াইয়ের যানবাহন দান করেছে তার মধ্যে রয়েছে ব্র্যাডলি পদাতিক যুদ্ধ যান। আমেরিকান বাহিনী ইরাক যুদ্ধে এই সাঁজোয়া যান ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল।

ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা আরও ঘোষণা করে যে তারা ইউক্রেনে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা পাঠাচ্ছে এবং তারপর জার্মানি আর নেদারল্যান্ডসও একই বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠানোর কথা ঘোষণা করে।

অত্যন্ত অত্যাধুনিক এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাল্লা ৬০ মাইল বা ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, তবে সেটা নির্ভর করে কী ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর।

এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ইউক্রেনিয় সৈন্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং সেটা সম্ভবত দেওয়া হবে জার্মানিতে আমেরিকার একটি সেনা ঘাঁটি ব্যবহার করে।

তবে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ ‒ একটি প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা চালু রাখতে খরচ পড়ে প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইউক্রেন রুশ আক্রমণ প্রতিহত করতে সোভিয়েত যুগের ভূমি থেকে আকাশে ব্যবহারযোগ্য এস-৩০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থ ব্যবহার করছে।

লড়াই শুরু হবার আগে ইউক্রেনের কাছে প্রায় ২৫০টি এস-৩০০ ছিল এবং অন্যান্য সাবেক সোভিয়েত দেশগুলো থেকে একই ধরনের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এনে মজুদ রাখার উদ্যোগ নিয়েছিল ইউক্রেন। এরকম বেশ কিছু সরঞ্জাম ইউক্রেন নিয়ে এসেছিল স্লোভাকিয়া থেকে।

আমেরিকা ইউক্রেনকে নাসাম (ন্যাশানাল অ্যাডভান্সড সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম) ক্ষেপণাস্ত্রও দিয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য এই নাসামগুলো ইউক্রেনে পৌঁছেছে নভেম্বর মাসে।

পাশাপাশি, ব্রিটেনও ইউক্রেনকে বেশ কয়েক ধরনের বিমান প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্টারস্ট্রিক। এই ব্যবস্থা ব্যবহার করে কাছাকাছি পাল্লার মধ্যে নিচু দিয়ে ওড়া বিমান গুলি করে ভূপাতিত করা যায়।

স্টারস্ট্রিক ক্ষেপণাস্ত্র

জার্মানিও ইউক্রেনকে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আইরিস-টি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যার সাহায্যে ২০ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্রে আঘাত হানা যায়।

দূর পাল্লার কামান

আমেরিকা ইউক্রেনে দূর-পাল্লার যেসব রকেট লঞ্চার পাঠিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দ্রুত গতিতে কামান দাগার উপযোগী রকেট ব্যবস্থা বা হিমার্স। একই ধরনের রকেট লঞ্চার পাঠিয়েছে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ। ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে রুশ সৈন্যকে পেছু হঠতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে ইউক্রেন বাহিনীর সাফল্যের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে হিমার্স বিশেষ করে নভেম্বর মাসে খেরসনের লড়াইয়ে।

হিমার্স ব্যবস্থা অনেক বেশি নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং রুশরা যে স্মের্চ ব্যবস্থা ব্যবহার করছে তার থেকে আরও দীর্ঘ পাল্লায় কাজ করতে সক্ষম হিমার্স।

রুশ হামলা শুরুর এবং এরপর কিয়েভ থেকে রাশিয়ার পশ্চাদপসরণের পরের কয়েক মাস, যুদ্ধ মুলত কেন্দ্রীভূত ছিল দেশটির পূর্বাঞ্চলে। সেসময় ইউক্রেনের জন্য কামানের চাহিদা ছিল খুবই বেশি।

যেসব দেশ তখন ইউক্রেনে এম৭৭৭ হাউয়িৎজার কামান এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে তাদের মধ্যে ছিল অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা এবং আমেরিকা।

রাশিয়া যে গিয়াটসিন্ট-বি হাউয়িৎজার ব্যবহার করে, এম৭৭৭-এর পাল্লা ঠিক একইরকম, তবে রাশিয়ার ডি-৩০ বন্দুকের নল থেকে এম৭৭৭এর বন্দুক অনেক বেশি লম্বা।

নেটো দেশগুলো বলছে তারা কামানের গোলার সরবরাহ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে, কারণ ইউক্রেন গোলা ব্যবহার করছে অনেক দ্রুতগতিতে এবং নতুন সরবরাহ পৌঁছনর অনেক আগেই তাদের গোলা ফুরিয়ে যাচ্ছে।

তারা তাদের দেশের ভেতর স্থানীয় গোলা প্রস্তুতকারকদের উৎপাদন আরও বাড়াতে বলছে।

ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র

হাজার হাজার এনল অস্ত্র ইউক্রেনকে সরবরাহ করা হয়েছে, যেগুলো থেকে একটা মাত্র গুলি ছুঁড়ে ট্যাংক ধ্বংস করা যায়।

রাশিয়ান হামলা শুরুর পরবর্তী দিন ও ঘণ্টাগুলোয় কিয়েভে রুশ বাহিনীর অগ্রযাত্রা ঠেকাতে এই অস্ত্র বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল।

ড্রোন

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে এ পর্যন্ত ড্রোন ব্যবহার হয়েছে খুবই বেশি। বহু ক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহার হয়েছে নজরদারির কাজে, লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করতে এবং ভারি সরঞ্জাম তোলার কাজে।

তুরস্ক ইউক্রেনের কাছে বায়রাকটার টিবিটু সশস্ত্র ড্রোন বিক্রি করেছে। ইউক্রেনকে সাহায্য করতে জনগণের দেওয়া অর্থে তুরস্কের ড্রোন প্রস্তুতকারকরা ড্রোন তৈরি করে সেগুলো ইউক্রেনকে দিয়েছে।

বায়রাকটার ড্রোন

বিশ্লেষকরা বলছেন বায়রাকটার টিবিটু ড্রোন অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এই ড্রোন প্রায় ২৫,০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত উড়ে নিচে নেমে এসে রুশ লক্ষ্যবস্তুর ওপর লেজার নিয়ন্ত্রিত বোমা দিয়ে আঘাত হেনেছে।

জঙ্গী বিমান কি দেয়া হয়েছে?

ইউক্রেনের জঙ্গী বিমান পাঠানোর অনুরোধ আমেরিকা বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে, বরং এ যাবত তারা অন্যান্য সামরিক সাহায্য পাঠানোর বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

তবে, মে মাসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা করেন যে আমেরিকা ইউক্রেনকে অত্যাধুনিক জঙ্গী জেট বিমান দেবে, যার মধ্যে থাকবে আমেরিকায় তৈরি এফ-১৬ জঙ্গী বিমান। আমেরিকা ইউক্রেনের পাইলটদের এই বিমান চালানোর প্রশিক্ষণও দেবে।

আমেরিকার এই ঘোষণা অন্যান্য দেশকেও তাদের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ইউক্রেনে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করবে। কারণ আমেরিকার মিত্র দেশগুলো আমেরিকার কাছ থেকে যে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান কিনেছিল সেগুলো অন্য দেশে পুনর্রপ্তানি করতে হলে আমেরিকার অনুমোদনের প্রয়োজন।

ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ডেনমার্ক এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বলেছে তারাও সমর্থন জোগাবে।

'ইউরোপ, নয় মৃত্যু' ‒ ভূমধ্যসাগর পেরোতে অসংখ্য কিশোরতরুণ সর্বস্ব বাজি রাখছে

লিবিয়া ঃ লালসাদা রঙের উদ্ধার জাহাজটি নিয়মিত ভূমধ্যসাগরে বিশাল এলাকা চষে বেড়ায়। জাহাজটি থেকে সেদিন হঠাৎ দূরে চোখে পড়লো বাতাসে ফোলানো নীল রংয়ের একটি রাবারের নৌকা। ভেতরে গাদাগাদি করে মানুষ, তাদের মাথাগুলো ঢেউয়ে ওঠানামা করছে।

জাহাজে উপস্থিত ত্রাণ সংস্থা এসওএস মেডিটেরানির কর্মীরা দ্রুত মাথায় হেলমেট এবং লাইফ জ্যাকেট পরে ফেললো। কয়েকটি স্পিড বোটে উঠে তারা ঐ রাবারের নৌকাটির দিকে ছুটে গেল। তারপর এক এক করে নৌকার অভিবাসীদের স্পিডবোটে তুলে জাহাজে ওঠালো। তাদের অধিকাংশই কিশোরতরুণ। সিংহভাগই গাম্বিয়া থেকে আসা। ত্রিপলির কাছে লিবিয়ার উপকূলীয় শহর কাসটেলভার্দে শহর থেকে ১৫ ঘণ্টা আগে নৌকায় রওয়ানা দিয়ে ৫৪ নটিক্যাল মাইল এগিয়েছে। সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন।

তাদের কজন আমাকে জানায় উদ্ধারের কিছুক্ষণ আগে নৌকার ভেতর বড় ধরনের মারামারি লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কেউ কেউ চাইছিল কপালে যাই ঘটে এগিয়ে যেতে হবে, বাকিরা চাইছিল এদফায় ফিরে গিয়ে আবার চেষ্টা করতে। ধস্তাধস্তির মধ্যে একজনের মোবাইল ফোন সাগরে পড়ে যায়। তাদের একজনের গায়ে ছিল ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাবের হালকা নীল টিশার্ট। অনেকের হাতে আইফোন। কারো কারো হাতে জলের বোতল, প্যাকেট খাবার। নৌকার যাত্রীদের অনেকেই সাঁতার জানে না। তাদের সাথে রয়েছে গাড়ির টায়ারের ভেতরের ফোলানো অংশ, যাতে নৌকা যদি ডোবে, সেগুলো ধরে যেন ভেসে থাকা যায়। উদ্ধারকাজ চলার সময় তাদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে কারণ দূরে হঠাৎ চোখে পড়ে লিবিয়ার উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি জাহাজ। এদের অনেককেই এর আগে লিবিয়ার কোস্ট গার্ডের হাতে ধরা পড়ে ফিরে যেতে হয়েছে। আফ্রিকা থেকে সাগরপথে অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন লিবিয়ার কোস্ট গার্ডকে জাহাজ, টাকাপয়সা এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

উদ্ধারের জন্য যাওয়া স্পিড বোটে উঠে বেশ ক'জন তরুণের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। একজন সেলফি তুলে ফেললো। তাদের একজন পরে আমাকে বলেছে একজন উদ্ধারকারীর হাত ধরার পর তার মনে হয়েছিল, আমি ইউরোপে ঢুকে গেছি। স্পিডবোটে করে এই অভিবাসী দলটিকে ওসান কিং নামের উদ্ধার জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে তাদের মেডিকেল পরীক্ষা হয়, তারপর নতুন একসেট জামাকাপড় দেওয়া হয়। সেইসাথে দেওয়া হয় প্ল্যাস্টিকের একটি ব্যাগ যার ভেতর ছির টুথব্রাশ, টুথপেস্টের মতো জিনিস।

এরপর উদ্ধার জাহাজটি ইটালির কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলে তাদেরকে দেরি না করে দ্রুত বারি বন্দরে যাওয়ার কথা বলা হয়। বারি বন্দরে পৌঁছুতে প্রায় তিনদিন লাগে।

জাহাজের ডেকে অভিবাসীদের থাকা এবং চিকিৎসার জন্য ঘরের মতো বেশ কটি অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। সেগুলোতে তাদের কয়েকজনের সাথে আমার কথা হয়। তাদের অনেকেই বেশ ইংরেজি বলতে পারে।

তাদের যে নাম ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো ছদ্মনাম।

এই অভিবাসীরা আমাদের কাছে স্বীকার করেছে যে এই যাত্রায় চরম ঝুঁকির কথা তারা জানতো। তাদের অনেকেই এর আগেও একাধিকবার ইউরোপ আসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। অনেকে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। লিবিয়ার উপকূল বাহিনী বা জেলে নৌকা তাদেরকে উদ্ধার করে তীরে নিয়ে গেছে।

আমি এ নিয়ে সাতবার চেষ্টা করেছি, ১৭ বছরের এক তরুণ বললো।

আমি যাদের সাথে কথা বললাম তাদের প্রত্যেকেরই পরিচিতি এবং বন্ধুবান্ধবদের কেউ না কেউ ইউরোপে আসতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। ক'দিন আগে গ্রিসের উপকূলের কাছে নৌকা ডুবে প্রায় ৭৫০ জনের মৃত্যুর খবরও তারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছে। তারাও লিবিয়ার উপকূল থেকেই রওয়ানা হয়েছিল।

একজন বললো ঐ ঘটনায় সে তার সংকল্প থেকে সরেনি। সবার মনোভাব এমন যে ‒ হয় ইউরোপ পৌঁছুবে, না হয় সাগরে ডুবে মরবে, ঐ তরুণ বলে, বিকল্প এই দুটোই। তার দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রিসে ডুবে যাওয়া অভিবাসীরাও এই মনোভাব নিয়েই নৌকায় উঠেছিল।

এসওএস মেডিটেরানি এই রাবারের বোটটির সন্ধান পায় 'অ্যালার্ম ফোন' নামে একটি জরুরি হেল্পলাইনের মাধ্যমে যারা সাগরে দুর্গত অভিবাসী নৌকার খবর দেয়। ইউরোপীয় সীমান্ত এজেন্সি ফ্রনটেক্সও খবর দিয়েছিল।

এই অভিবাসীদের ৮০ শতাংশেরই বয়স ১৮ বছরের কম। তাদের সাথে কোনো অভিভাবক নেই। এদের অনেকেই লিবিয়া থেকে নৌকায় ওঠার কয়েক বছর আগেই পরিবার, দেশ ছেড়েছে। অনেকে বলেছে তাদের বাবা অথবা মা নেই, অথবা দু'জনের কেউই বেঁচে নেই। পরিবারের সন্তান হিসাবে প্রিয়জনদের দেখভাল করার জন্য ইউরোপে গিয়ে আয়ের তাড়না থেকে নিজের গ্রামশহর ছেড়ে এসেছে।

এই দলটির অধিকাংশই গাম্বিয়া থেকে আসা, যে দেশটি লিবিয়ার ২,০০০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে। গাম্বিয়া বিশ্বের অন্যতম একটি দরিদ্র দেশ। জাতিসংঘের হিসাবে, জনসংখ্যার অনুপাতে আফ্রিকার মধ্যে এই দেশটি থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সবচেয়ে বেশি অভিবাসন হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে গাম্বিয়া থেকে ৩২,০০০ মানুষ অবৈধভাবে ইউরোপে ঢুকেছে। ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্তও এই প্রবণতা একই রকম ছিল।

ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রাঞ্চল ইউরোপে অবৈধ অভিবাসনের প্রধান রুট। ফ্রনটেক্স জানিয়েছে এ বছরের প্রথম পাঁচ মাসে নৌকা দিয়ে ইউরোপে পাড়ি দেওয়া লোকের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫০,৩১৮। এই সংখ্যা ২০১৭ সালের পর সবচেয়ে বেশি।

এসব অভিবাসীর সবাই যে আফ্রিকার নাগরিক তা নয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া, ইরান এবং আফগানিস্তান থেকেও বহু মানুষ লিবিয়া হয়ে এই রুটে ইউরোপে আসার চেষ্টা করে।

আফ্রিকা থেকে বিভিন্ন পথে এরা লিবিয়ায় পৌঁছে। মানব পাচারকারীদের পয়সা দিয়ে অনেক সময় কয়েকটি দেশ পার হতে হয় তাদের।

১৮ বছরের সুমা জানায় প্রতিবেশী দেশ মালির এক দালালের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে গাম্বিয়া থেকে তার যাত্রা শুরু। তার মাধ্যমেই আলজেরিয়া এবং লিবিয়া হয়ে ইউরোপে যাওয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। পথিমধ্যে, সে বলে, পাচারকারীদের হাতে তাকে মারধর খেতে হয়েছে, তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, ঠিকমত খাবার দেওয়া হয়নি। যাদের সাথে সে লিবিয়ায় আসে, তাদের কেউই এই নৌকায় ছিল না। তার এসব কথা বিবিসির পক্ষে নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবে সবার কাহিনী কমবেশি একইরকম।